আর্য্য-কাহিনী

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীবঙ্কুবিহারী ধর-সম্পাদিত

CALCUTTA:

THE BENGAL MEDICAL LIBRARY

201, Cornwallis Street.

মূল্য বোর্ডে বাঁধা ।৵০ মাত্র। মূল্য কাগজের কভার ।০ আনা মাত্র।

PUBLISHED BY
BUNKU BEHARY DHUR.
From the "Basudha Office."
22, *Fakir Chand Chackraburtty's Lane,*
Calcutta.

৭৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, নিউ ব্রীটেনিয়া প্রেস হইতে
আব্দুল গফুর দ্বারা মুদ্রিত।

Illustrated by Srijut Preogopal Das.

স্বত্ব ত্যাগ-পত্র

পরম কল্যাণীয়

শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর মহাশয়

কল্যাণবরেষু-

মহাশয় !

আমার প্রণীত "আর্য্য-কাহিনী" পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব আপনাকে (উপযুক্ত মূল্য লইয়া) বিক্রয় করিলাম। অতঃপর এই পুস্তকে আমার বা আমার উত্তরাধিকারীগণের কোনও স্বত্ব রহিল না, এতদর্থে আমি সুস্থ ও সরলচিত্তে এই ত্যাগ-পত্র লিখিয়া দিলাম।

কলিকাতা
২৬শে আষাঢ়,
১৩১৫ সাল।

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীরাজেন্দ্র লাল চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র

বীরাঙ্গনা চরিত্র

বীর চরিত্র



রণবেশে ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই ।

আর্য্য-কাহিনী

রাণীদুর্গাবতী

এলাহাবাদের প্রায় একশত ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে গড়মণ্ডল নামক একটি বিখ্যাত রাজ্য ছিল। যে সময়ে মোগল সম্রাট আকবরসাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হন, সেই সময় পতিহীনা দুর্গাবতী গড়মণ্ডলের একমাত্র অধিশ্বরী।

দুর্গাবতী অশেষ গুণগরিমায় বিভূষিতা ছিলেন, কথিত আছে, তৎকালে দুর্গাবতীর একটি শিশু তনয় ছিল, তিনি তাহার নামে রাজ্য শাসন করিতেন। দেশের কোথায় কি ঘটিতেছে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি ও মন্ত্রী সকলকেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। দুর্গাবতী সাধারণের হীতের জন্য অনেক সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রজাপুঞ্জের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রী ছিলেন, তাঁহার রাজত্ব সময়ে দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি, বিপদের ছায়া কিছুই ছিল না। প্রজাপুঞ্জ সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত।

আকবরসাহ আসফ্ খাঁ নামক একজন উদ্ধত স্বভাব বিশিষ্ট সেনাপতিকে নর্ম্মদা নদীর তটস্থ কড়া ও মাণিকপুর নামক প্রদেশের শাসনার্থ

প্রেরণ করেন। তিনি মাঝে মাঝে নর্ম্মদানদীর পরপারে যাইয়া দুর্গাবতীর অধিকৃতস্থানে নানা প্রকার অত্যাচার ও উৎপাত করিতেন, কিন্তু বিশেষ কিছুই অনিষ্ট করিতে না পারিয়া ভগ্ন মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। আসফ্ খাঁ গড় রাজ্যের সমৃদ্ধির কথা অবগত ছিলেন, সুতরাং গড় অধিকার করিবার জন্য তাহার হৃদয়ে লালসা বলবতী ছিল।

আসফ্ খাঁ সম্রাটের অনুমতি পাইয়া আবার সাহসী হইলেন। এবার তাহার চিরপোষিত আশা ফলবতী হইল।

১৫৬৪ অব্দে আসফ্ খাঁ পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী ও দ্বাদশ সহস্র পদাতিক সৈন্য লইয়া গড়মণ্ডলের দিকে প্রচণ্ড বেগে ধাবমান হইলেন। যখন গড়রাজ্যে এই আকস্মিক বিপদবার্ত্তা প্রচারিত হইল, তখন গড়মণ্ডলবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সৈন্য, কর্ম্মচারী সকলেই ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে এক ভয়ানক হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কে কোথায় পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিবে তাহার জন্যই ব্যতিব্যস্ত হইল। কিন্তু দুর্গাবতী এই আকস্মিক বিপদে অধীরা হইলেন না। তিনি অবিচলিত চিত্তে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, বহুসংখ্যক সৈন্য একত্রিত হইল এবং তাঁহার পুত্র বীর বল্লভ ও যোদ্ধৃবেশে তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। দুর্গাবতী কেবল সৈন্য একত্রিত করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই তিনি স্বয়ং রণবেশে ভূষিতা হইয়া এক হস্তে তীর অন্য হস্তে শাণিত তরবারি লইয়া মাতঙ্গ পৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ দুরাচার মোগল শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, চতুরঙ্গে যে রণোন্মত্ত ভেরী বাজিয়া উঠিল; আত্মম্ভরী ক্রূর আততায়ী মোগলের মনে মনে ধারণা ছিল, "শক্ত হইলেও দুর্গাবতী একটি অবলা মাত্র, তিনি তাহাদের বীরত্বে ছত্র ভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিবেন।" অবশেষে তাহার বিপরীত ফল ফলিল। দুর্গাবতীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি সৈন্যগণের দুর্ব্বার সাহস, অসি পরিচালন পটুতা প্রভৃতি গুণ দর্শনে যবন সেনাগণের অন্তরে এক প্রকার ভীতি উৎপন্ন হইল।

দুর্গাবতী ক্রমে ক্রমে দুইবার যবন সেনাদিগকে পরাজিত করিলেন। ছয় সহস্র সেনা আহত হইল, অবশিষ্ট গুলি রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। দুর্গাবতীও ছাড়িবার পাত্রী নহেন, ভৈরব রবে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, তিনি কোনওরূপ বিরাম না করিয়া, বিশ্রাম না লইয়া সমস্ত দিবস শত্রুর অনুসরণে তৎপর রহিলেন। পরে যখন দেখিলেন সূর্য্যদেব সমস্ত দিবস কিরণ দানে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ অস্তগিরি মাঝে আশ্রয় লইলেন, পক্ষিগণ কূলায় আশ্রয় লইল, তখনি তাঁহার সেনাগণও বিশ্রাম লইল। দুর্গাবতীর ইচ্ছাছিল কিছুকাল বিশ্রাম করিয়াই যবন সেনাদিগকে পুনঃরায় আক্রমণ করেন কিন্তু সে আশা ফলবতী হইল না। কেহ কেহ বলিলেন "আমরা বড় ক্লান্ত হইয়াছি," কেহ বলিলেন, "যবন সেনা আর আক্রমণ করিবে না" ; সেনাদিগের মধ্য হইতে এইরূপ নানা উত্তর প্রদত্ত হইল।

দুর্গাবতী অনুচরদিগকে পুনর্ব্বার অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন, কিন্তু কাহারও মত ফিরিল না ; কি করিবেন ; কাজে কাজেই তিনি সকলের মতে সায় দিলেন। কিন্তু নিজে মনাগুণে দগ্ধ হইতে লাগিলেন, এই সময় যদি তিনি যবন সেনাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিতেন তাহা হইলে নিরাপদে আততায়ী ধ্বংস হইত সন্দেহ নাই।

এদিকে যবন সেনাপতি আসফ্ খাঁ দুর্গাবতীর বিশ্রামের কথা শুনিতে পাইয়া আনন্দে মাতিলেন। পরাজয় জনিত অপমান তাহার হৃদয় হইতে পলায়ন করিল। কিরূপে দুর্গাবতীকে অপমানের প্রতিশোধ দিবেন তাহারই উদ্ভাবনে যত্নবান হইলেন। এবং রাত্রি থাকিতেই কতকগুলি সৈন্য লইয়া দুর্গাবতীর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন ;—এ পর্য্যন্ত তাহার কামান আসিয়া পেঁাছে নাই। হিন্দু সৈন্যগণ নিদ্রিত ছিল, হঠাৎ মোগল-সৈন্যের বিভীষণ মর্ম্ম ভেদী হুঙ্কারে চমকিয়া উঠিয়া আকস্মিক বিপদে সকলেই শঙ্কিত হইল। দুর্গাবতী ত্রাসিতা না হইয়া ভীষণ পরাক্রমের সহিত তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন।

আসফ খাঁ, পর দিবস প্রত্যুষে কামান আসিয়া পৌঁছিলে, আবার আক্রমণ করিলেন। দুর্গাবতী গড়মণ্ডলের অনতি দূরে একটি সংকীর্ণ গিরিরন্ধ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের আক্রমণের বাধা দিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ তথায় থাকিতে পারিলেন না। উপর্য্যুপরি কামানের গোলা আসিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে সূর্য্য উদয় হইলে তিনি একটি বিস্তৃত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য বাধ্য হইলেন। এবং তথায় যাইয়া দর্পভরে মোগলদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে বীরবল্লভ সৈন্য মধ্যে থাকিয়া, সৈন্যদিগকে নানা প্রকার উৎসাহ বাক্য দ্বারা উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ক্ষত্র বালকের পরাক্রম দর্শনে মোগলগণ স্তম্ভিত হইল। বীরবল্লভ সৈন্য সমভিব্যাহারে যবনের সম্মুখীন হইয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া দুইবার বিপক্ষীয় সেনাদিগকে পরাজিত করিলেন, মোগল সেনাগণ দুইবার পরাজিত হইয়া তৃতীয়বার তাহাকে অনিবার্য্য পরাক্রমে আক্রমণ করিল, এবার কিছুতেই তিনি তাহাদিগকে বাধা দিতে পারিলেন না। বহুসংখ্যক সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তিনি আহত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইলেন।

দুর্গাবতী. স্নেহের পুত্তলি প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রকে আহত দেখিয়া অধীরা হইলেন না। "শিবিরে লইয়া যাও," এই কথা বলিয়া তিনি ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রীর ন্যায় পুনরায় ভীষণ পরাক্রমে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে উদ্বেল সাগরের ন্যায় মোগল সেনা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। দুর্গাবতী মাত্র তিন শত পদাতিক সেনা লইয়া সাগরের ন্যায় প্রচণ্ড বেগে মোগল সৈন্যদিগকে বাধা দিতে লাগিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে "হিমালয়ের ন্যায় অটল"—রহিলেন; বিপদকে বিপদ বলিয়াও মনে করিলেন না।

হঠাৎ একটি তীর আসিয়া দুর্গাবতীর এক চক্ষে বিদ্ধ হইল। তিনি বীরত্ব সহকারে উহাকে বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তীর বাহির না হইয়া অর্দ্ধেক চক্ষুকোটরেই ভাঙ্গিয়া রহিল। তিনি কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান

করিলেন না; অটলভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে আর একটি তীর তাঁহার গলদেশে বিদ্ধ হইল, পুনঃ পুনঃ শরাঘাতে তিনি বড়ই কাতরা হইয়া পড়িলেন, দেহ হইতে অনর্গল ধারায় শোণিত পতিত হইতে লাগিল, অধরসিংহ নামক একজন পুরাতন কর্ম্মচারী তাঁহার নিকটে ছিল, সে দুর্গাবতীকে রণস্থল পরিত্যাগ করিরার জন্য বিনয়ের সহিত অনেক কহিল। দুর্গাবতী তাহাতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "আমরা আজ বিপাকবশতঃ যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া কি অপমানের লাঞ্ছনাও স্বীকার করিব?—আমরা কি আজ এই অকিঞ্চিৎকর অস্থায়ী জীবনের জন্য চিরস্থায়ী কীর্ত্তি ও ধর্ম্মকে কলঙ্কের অর্ণবে ডুবাইয়া দিব?—এই কি আমাদিগের মহত্ত্ব?—এই কি আমাদিগের এত দিনের শিক্ষা ও ক্ষত্রব্রত পরিপালনের ফল? দেখ অধর! আমি ভরসা করি তুমি সমুচিত কৃতজ্ঞতা উপহার দিয়া এখন তোমার উপকারের প্রত্যুপকার করিবে। তোমার করে ঐ যে শাণিত তরবারি দেখিতেছি উহা আমার হৃদয়কে উৎফুল্ল করিতেছে। গড়াধীশ্বরী আজ জন্মের মত তোমার নিকটে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করে যে,—"তুমি উহার সাহায্যে আজ তাহাকে পরাধীনতার অপবিত্রস্পর্শ ও আত্মহত্যার পাপ হইতে পরিত্রাণ কর।"

শুনিয়া অধরসিংহ দুর্গাবতীকে নানামতে বুঝাইলেন;—দুর্গাবতী কিছুতেই রণেভঙ্গ দিয়া পলায়নে স্বীকৃতা হইলেন না। অবশেষে যখন দেখিলেন শত্রুগণ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তিনি অচিরে বিধর্ম্মী যবন করে বন্দিনী হইবেন, তখন অধর সিংহের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক তরবার লইয়া অম্লানবদনে স্বীয় বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। আহত স্থান হইতে অনর্গলভাবে শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল;—দেখিতে দেখিতে বীরবালার কমনীয় কান্তি মলিন হইল,—প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া পলায়ন কবিল। ছয়জন হিন্দু সৈনিক দুর্গাবতীর এরূপ স্বদেশানুরাগ দর্শনে প্রবল

বিক্রমের সহিত শত্রু সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বহুসংখ্যক যবনের শোণিতে রণস্থল কর্দ্দমিত করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইল।

আজ গড় রাজ্যের সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বীর মহিলা স্বদেশসেবিকা রাণী দুর্গাবতীর গৌরব বিলুপ্ত হইবার নহে। যতদিন ইতিহাস আছে,—যতদিন "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপিগরীয়সী" এই মধুর বাক্য স্বাধীনতানুরাগীর ধমনীতে শোণিতের ন্যায় প্রবাহিত হইবে, ততদিন দুর্গাবতীর নাম, কীর্ত্তি ও গৌরব লোপ হইবে না। কে বলে দুর্গাবতীর মৃত্যু হইয়াছে? ঐ দেখ তাঁহার কীর্ত্তিধ্বজা, তাঁহার প্রভূত পরাক্রম, তাঁহার অলৌকিক সাহস, অনির্ব্বচনীয় গৌরব তাঁহাকে পবিত্র আর্য্য সমাজে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

লক্ষ্মীবাই।

যে অসামান্যা মহিমাময়ী বীরাঙ্গনার নাম প্রবন্ধের শিরোভাগে লিখিত হইল। অতি যত্নের সহিত ইহার বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিলে যতদূর পরিচয় প্রদান করা হইবে, প্রবন্ধের শিরোভাগস্থ সুধু নামটীই তাহার অপেক্ষা অধিক পরিচয় দিতে সমর্থ।

লক্ষ্মীবাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃত বীররমণী। ইহার হৃদয় দয়ার সাগর, উৎসাহ অধ্যবসায় ও বীরত্বের আকর স্বরূপ। ইনি ব্রিটিশ সৈন্যের সম্মুখে স্যারহিউরোজ সেনাপতির প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে যে অসামান্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়াগিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে এখনও বিস্ময়ে হৃদয় স্তম্ভিত হয়।

পাঠক! লক্ষ্মীবাই কে? কি জন্য তিনি কোমল অঙ্গে লৌহ বর্ম্ম পরিধান করিয়া মহাশক্তিরূপে ব্রিটিশ সেনাগণের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করেন তাহাই লিখিতেছি।

ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে বুন্দেলখণ্ড নামক পর্ব্বতপূর্ণ স্থানে ঝাঁসি নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অবস্থিতি দেখা যায়। বস্তুতঃ ঝাঁসি প্রকৃতির অতি প্রিয় স্থান। উহার কোন স্থানে উন্নত পর্ব্বত, কোন স্থানে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী, কোনস্থানে সরসী, কোন স্থানে বা হরিৎবর্ণ বৃক্ষাদি সুশোভিত হইয়া মনোরম শোভা বিকাশ করিতেছে। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের পরিমাণ ফল প্রায় দেড় সহস্র বর্গ মাইল; ঝাঁসি মহারাষ্ট্রীয়দিগের দ্বারা শাসিত হইত। কিন্তু ১৮৫৩ খৃঃ উহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন হয়। যাহার সময় ঝাঁসি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে আইসে, সেই হতভাগ্য মহারাষ্ট্রীয়ের নাম গঙ্গাধর রাও। ইনি ১৮৩৮ অব্দে ঝাঁসির শাসন দণ্ড গ্রহণ করেন। তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ইহাঁরই মহিষী। কিন্তু রাজ্যাধিরোহণের ষোড়শ বর্ষ মধ্যেই নিঃসন্তান গঙ্গাধর রাও করাল কবলে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যথানিয়মে একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে একখানি পত্র লিখেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ ছিল। "আমি ক্রমে ক্রমেই অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িতেছি, বোধ হয় সত্বরই কাল সদনে গমন করিব। সুতরাং আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম ও আমার বংশলোপ হইবে ইহা ভাবিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি, এই জন্যই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আমার যে সন্ধি হয়, তাহার দ্বিতীয়ধারা অনুসারে আনন্দ রাও নামক আমার একটি নৈকট্য আত্মীয়কে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি। দৈবানুগ্রহে যদি আমি পীড়া হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি এবং আমি যেরূপ তরুণ বয়স্ক তাহাতে যদি কোন পুত্র সন্তান জন্মে তবে যথা বিহিত কার্য্য করিব। আর যদি আমি জীবিত না থাকি তবে আমার বিশ্বস্ততার অনুরোধে যেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই বালক এবং তদীয় জননীকে

আজীবন সমস্ত বিষয়ের সত্বাধিকারিণী রাখেন। তাহাদের প্রতি কখনও যেন কোন প্রকার অসৎ ব্যবহার প্রদর্শন করা না হয়।”

এই সময় লর্ড ড্যালহৌসি ভারতবর্ষের প্রধানতম রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি গঙ্গাধর রাওয়ের জীবনের এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। যাঁহার শাসন প্রভাবে পঞ্জাবে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হয়, নাগপুর, অযোধ্যা, মিবার কোম্পানীর অধিকার ভুক্ত হয়, সেতারা রাজ্যে মহারাষ্ট্রীয়দের আধিপত্য লোপ হয়, অধুনা ঝাঁসির বিচার ভার তাঁহারই উপর আসিল। সুবিচারক ড্যালহৌসি অবসর বুঝিয়া ঝাঁসি গ্রহণ করিবার সংকল্প করিলেন। আশাও ফলবতী হইল। অচিরে ঝাঁসি মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকার চ্যুত হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইল। ইহাতে লক্ষ্মীবাই হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইলেন; কিন্তু এই মর্ম্ম জ্বালা অমনি তিরোহিত হইল না, তিনি স্বীয় অধিকৃত স্থান রক্ষা করিবার জন্য যথা সাধ্য প্রয়াস পাইলেন। তদীয় স্বামী যে বরাবর ইংরেজের সহিত বিশ্বস্তভাবে মিত্ররূপে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন এবং সন্ধিপত্রে যে দত্তক পুত্র গ্রহণের সম্পূর্ণ অধিকার আছে, আরও তাহারা যে সম্পূর্ণরূপে ন্যায় বিচার পাইতে পারেন একথা পুনরায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে অবগত করাইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা উপেক্ষিত হইল। গবর্ণমেণ্ট লক্ষ্মীবাইয়ের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। এই অবমাননার জন্য লক্ষ্মীবাই সাতিশয় দুঃখিতা ও মর্ম্মদাহে নিপিড়ীতা ও উত্তেজিতা হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার এই প্রদীপ্ত হুতাশন অচিরে নির্ব্বাপিত হইল না, ক্রোধাগ্নি শিরায় শিরায় প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল, তিনি ক্রুদ্ধ হৃদয়ে এই অবমাননার প্রতিশোধ দিবার জন্য উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

১৮৫৭ খৃঃ যখন ইংরাজের সহিত সিপাহীগণের ভয়ঙ্কর বিদ্রোহিতা উপস্থিত হয় তখন কানপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে বুন্দেলখণ্ডও

তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে, এই সময় লক্ষ্মীবাই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া আপনার প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য সমুৎসুক হইলেন ; কামিনীর কমনীয় বেশ পরিত্যাগ করিয়া কঠিন বর্ম্মে বিভূষিতা হইয়া যোদ্ধৃবেশে সমর সাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন। তাঁহার সুখ-দুঃখভাগিনী ভগিনী সাহায্য করিবার জন্য সহকারিণী হইলেন।

লক্ষ্মীবাই বীরবেশে তুরঙ্গ পৃষ্ঠে আরোহন করিয়া আপনার মারহাট্টা সৈন্য দিগকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করিলেন, ব্রিটিশ সেনার সহিত তাঁহার ভীষণ আহব আরম্ভ হইল। কিন্তু লক্ষ্মীবাই যুদ্ধে কিছুমাত্র কাতরতা দেখাইলেন না। কয়েক মাস তিনি অসীম সাহসে অমিত তেজে ইংরেজ সেনার সহিত যুদ্ধ করেন, সুদক্ষ ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার হিউরোজ তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাইয়ের পরাক্রমে ও অদ্ভূত রণকৌশলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

প্রথম যুদ্ধে লক্ষ্মীবাই ইংরেজ সেনাদিগকে ইতস্ততঃ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার বহুসৈন্য নষ্ট হইয়াছিল ; তাহাতেও লক্ষ্মীবাইয়ের তেজস্বীতার কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস হয় নাই তিনি পুনরায় কাল্পি নগরে ইংরেজ সেনাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন কিন্তু অবশেষে কাল্পি ইংরেজ-দিগের হস্তগত হয়।

লক্ষ্মীবাই ইহাতে ভগ্নমনোরথ হইলেন না। তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও কর্ত্তব্যকার্য্য সাধনে বিমুখ হইলেন না। যে অবমাননার তীব্র দংশনে হৃদয় জ্বলিতেছিল, তাহাই স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হইলেন না। ১৮৫৮ অব্দের ১৭ই জুন তিনি পুনরায় গোবালিয়রের নিকট ইংরেজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন কিন্তু এই যুদ্ধেই বীরবালা লক্ষ্মীবাইয়ের পুত্রের জীবনস্রোত চিরকালের জন্য অনন্তস্রোতে মিশিয়া যায়। এই ভীষণ সমরে লক্ষ্মীবাই এবং তদীয় ভগিনী মহারাষ্ট্র সৈনিকের অগ্রভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে ছিলেন ; যুদ্ধাবসানে যখন উভয়ে প্রত্যা-

গমন করিতে ছিলেন তখন বিপক্ষীয় তুরুকসোয়ারের অস্ত্রাঘাতে উভয়ের জীবন অনন্তকালের জন্য বিলীন হইয়া যায়। অবিলম্বে চিতা প্রজ্জ্বলিত হইলে দুই দেহ তাহাতে অর্পিত হইল। দেখিতে দেখিতে বীর-বালার কমনীয় দেহ সর্ব্বভুক্ গ্রাস করিয়া ফেলিল। সৌন্দর্য্য লাবণ্য পবিত্রতা, উদ্যম, অধ্যবসায় সকলই অনলের সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কিন্তু বীরবালার চির কীর্ত্তি কখনই লোপ হইবার নহে।

কে মনে করিয়াছিল নিগৃহীত নিপীড়িত ভারতে আর কোমলাঙ্গিনী যুবতী [illegible]র সংহারিণী দুর্গারূপে আবির্ভূতা হইবে? লক্ষ্মীবাই রমণী হইয়াও যে প্রবল বিক্রমে আততায়ী সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়! এমন কি তাহা স্মরণ করিলে তাঁহাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্না দেবী বলিয়া নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয়।

জবহুরবাই।

আজ ১৫৮৯ অব্দের ১২ই জ্যৈষ্ঠ, বাহাদুর নৈচাক্ষেত্রে বিক্রমজিৎকে পরাজিত করিয়া অগণ্য মোগল-চমূ সমভিব্যাহারে চিতোর নগরে উপস্থিত হইয়াছেন। চিতোরের সঙ্কটকাল উপস্থিত, এ ঘোর দুর্দ্দিনে কে চিতোর পুরী রক্ষা করিবে?—শিশোদীয় কুলের মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতে কে সমর্থ হইবে? যে কতিপয় বীর স্বদেশপ্রেমিকতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া "স্বর্গাদপি গরিয়সী" জন্মভূমিকে শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য

অস্ত্রধারণ করিয়াছেন,—তাহা মোগল অনীকিনীর তুলনায় মুষ্টিমেয়,—সমস্ত সমুদ্রের তুলনায় কয়েকটী জলবুদ্‌বুদ। তথাপি রাজপুতবীরগণ ভীত হইলেন না। সহস্র সহস্র জম্বুক দর্শনে কখন কি কেশরীশাবক ভীত হইয়া পলায়ন করে? রাজপুতগণ ভগবান একলিঙ্গের নামে শপথ করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন এবং প্রচণ্ড গগন বিদারী তূর্য্যনিনাদে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া শত্রু কুলের বিক্রমবহ্নি সন্ধুক্ষিত করিয়া দিলেন। বিজয়ী বাহাদুর বিপক্ষীয় রণ তূর্য্যধ্বনি শ্রবণে স্বীয় কালান্তক সদৃশ কামান সমূহে অগ্নিসংযোগ করিলেন। কামান সমূহ বজ্রনিনাদে গর্জ্জিয়া উঠিল, আজ চিতোরের প্রলয় কাল উপস্থিত। প্রকৃতি স্তম্ভিত;—যেন চিতোরের ভাগ্য লিপি স্মরণ করিয়া ভয়ে ভীত হইলেন। প্রভঞ্জন বহিতেছে না, গাছ নড়িতেছে না, পাতা দুলিতেছে না, সকলি নীরব, সকলি নিস্তব্ধ। প্রলয় কালের পূর্ব্বে পৃথিবী যেরূপ ধারণ করে আজ চিতোর সেই রূপেই অবস্থিত। কে জানে চিতোরের ভাগ্যে কি আছে? রাজপুতগণ প্রবল উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। এবং শাণিত শর নিক্ষেপদ্বারা বিপক্ষীয় জ্বলন্ত গোলা সমূহকে বাধা দিতে লাগিলেন। দুই একটী লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। অবশেষে যবনগণের আগ্নেয় অস্ত্র পুনর্ব্বার রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে ধাবিত হইল, কামানোদ্গীর্ণ নিবিড় ধূমরাশিতে যুদ্ধক্ষেত্র ডুবিয়া গেল। দিবাকর আর প্রখর কর বিতরণে সমর্থ হইলেন না। সংগ্রাম ক্ষেত্র মুহূর্ত্তের জন্য অন্ধকারে প্লাবিত হইয়া গেল। কিছুই নয়ন-গোচর হইল না। অন্ধকার—নিবিড়তর অন্ধকার! এইরূপ বহুক্ষণ যাবৎ হিন্দু মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। উভয় পক্ষীয় অসংখ্য অনীকিনী রণশয্যায় শয়ন করিল। তথাপি বাহাদুরের জয়াশা ফলবতী হইল না। কিছুতেই তিনি চিতোর হস্তগত করিতে সমর্থ হইলেন না।

অবশেষে সুচতুর লাব্রির্থাঁ* কৌশল জাল বিস্তার করতঃ বিকা গিরির নিম্ন তলে একটী বৃহৎ সুরঙ্গ খনন করিয়া তাহাতে বারুদ পূর্ণ করিয়া অগ্নি সংযোগ করিল। ভীষণ অশনি নিনাদে বারুদ সমূহ জ্বলিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের ৪৫ হস্ত পরিমিত ভূমি একেবারে উড়িয়া গেল। তথায় হার রাজ কুমার বীর অর্জ্জুনরাও আপনার পঞ্চশত সৈনিক সহকারে যুদ্ধ করিতে ছিলেন। তিনিও দুর্গের সদলে নিপাতিত হইলেন। চিতোর দুর্গের এক অংশ ভাঙ্গিয়া গেল, শত্রুসেনা সেই রন্ধ্র পথ দিয়া দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্দেশে প্রবলবেগে ধাবিত হইল। কিন্তু চিতোরপুরী কি বীরশূন্য! বীরপ্রসূ মিবার ভূমি কি অনুর্ব্বরা! এখনও করাল কাল সদৃশ কতিপয় বীর চিতোর পুরীতে জীবিত আছেন। তবে কি তাহারা প্রাণাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকে ম্লেচ্ছের করে সমর্পণ করিবেন? —কখনই না! যদি দেহে প্রাণ থাকে;—ধমনীতে ধমনীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয় তাহা হইলে রাজপুতবীর কখনও কি মাতৃভূমিকে শত্রু হস্তে প্রদান করিয়া নীরবে থাকিতে পারেন?—পাঠক! ঐ দেখ, এই অসময়ে বীরবর দুর্গারাও, সত্তা ও দদু নামক চন্দাবৎ বীরদ্বয় এবং কতিপয় মাত্র সামন্ত ও সৈনিক সমভিব্যাহারে রন্ধ্র সম্মুখে—অটল—অচল দুর্ভেদ্যপ্রস্তর সম, হিমালয়ের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। ইহাদের প্রবল বিক্রম রোধ করিতে কে সমর্থ হইবে? ভীম পরাক্রমে যবন সৈন্য দলে দলে সেই দিকে ধাবিত হইল। রাজপুত বীরদ্বয়ের প্রবল পরাক্রমে অসংখ্য যবনসৈন্য নিপাতিত হইতে লাগিল। কিন্তু বারিধিতুল্য অসংখ্য মোগল সেনার সহিত কতিপয় রাজপুত কতক্ষণ যুঝিতে সমর্থ হইবেন? অচিরেই তাহাদের জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত

* একজন ইউরোপীয় গোলন্দাজ। ভট্টগণ ইহাকে "লাব্রির্থাঁ" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি এই ভয়াবহ সময়ে বাহাদুরের সাহায্যার্থে আগমন করিয়াছিলেন।

হইয়া গেল। রণোন্মত্ত যবনসেনা আনন্দে সিংহনাদ করিতে করিতে রন্ধের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। অবশেষে সন্মুখে দেখিতে পাইল, আলুলায়িতকেশা যোদ্ধৃবেশ-পরিহিতা ভীমরূপিণী এক রমণী রণতুরঙ্গে আরোহণ করতঃ হস্তে ভীষণ ভল্ল লইয়া রন্ধ্রের পুরোভাগে দণ্ডায়মান। আজ যেন ম্লেচ্ছরূপী অসুর সংহারে রাজপুত রমণী মহামায়া রূপে আবির্ভূতা। মুহূর্ত্তের জন্য মোগলসেনাগণের আনন্দধ্বনী রণক্ষেত্রে লয় পাইল,—হর্ষোৎফুল্লবদন বিষাদে মগ্ন হইল। সকলেই স্তম্ভিত;—সকলেই বিস্মিত। শনৈঃ শনৈঃ মোগলসেনা অগ্রগামী হইতে লাগিল বটে, কিন্তু বীরনারীর ভল্লের দারুণ প্রহারে অনেক যবনবীর প্রাণত্যাগ করিল। অদূরে বাহাদুর গজারূঢ় থাকিয়া বীরনারীর অদ্ভুত বীরত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। মহাশক্তির শক্তি ব্যর্থ হইল। অসংখ্য মোগল সেনার সহিত কতিপয় মাত্র সৈন্য সহকারে বীরনারী কতক্ষণ যুঝিতে সমর্থ হইবেন? অবশেষে তিনি অনন্যোপায় হইয়া প্রবল বিক্রমে যবন সেনাগণের মধ্যে জীবন ত্যাগ করিলেন। পাঠক! যে রাজপুত রমণী যোদ্ধৃবেশে তুরঙ্গারোহনে মহাশক্তিরূপে যবন সৈন্য বিনাশ করতঃ অদ্ভূত রণাভিনয় দেখাইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছেন ইহাকে কি চিনেন?—ইনি রাঠোরকুল সম্ভূতা শিশোদীয় রাজ মহিষী বীরনারী জবহর বাই।

চিতোরের বীরপুরুষ ও বীরনারীগণ সকলেই রণশয্যায় শয়ান; দুর্দ্ধর্ষ যবনগণ এখনই চিতোরে প্রবেশ করিবে; তবে উপায় কি? রাজপুত রমণীগণ কি যবনের ক্রিয়াপুতুল হইবে?—তাহা অসম্ভব। দুর্গের একপার্শ্বে চিতা সজ্জিত হইলে, তন্মধ্যে অগ্নি প্রদান করা হইল। বিভাবসু আপন ক্ষমতা বিকাশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাণী কর্ণাবতীও সহস্র সহস্র রাজপুত ললনা করুণ হৃদয়ভেদী শোক সঙ্গীতে সংসার কাঁদাইয়া অনলে ঝম্প প্রদান করিলেন। রূপ, লাবণ্য যৌবন,

সরলতা, বীরত্ব, সহিষ্ণুতা, সতীত্ব সকলই জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়া গেল।

মধ্যভারতের যবননৃপতিগণ যতবার চিতোর আক্রমণ করিয়াছেন তন্মধ্যে এইটীই ভীষণতম। এই ভয়ঙ্কর সময়ে দ্বাত্রিংশত রাজপুত সমরক্ষেত্রে নিহত হন। এতদিনে বাহাদুরের আশা ফলবতী হইল ;—অসংখ্য রাজপুত নারীর হৃদয় শোণিতে তাহার বহুকালের চিরপোষিত আশার পরিতর্পণ হইল। তিনি চিতোর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন পথে পান্থ নাই,—বিপণিতে ক্রেতা নাই,—গৃহে লোক নাই। লোকালয় শৃগাল কুকুরের লীলানিকেতন।—চিতোর শ্মশান। ওহো! এ দৃশ্য কি ভীষণ? কি হৃদয়বিদারক।

কর্ম্ম-দেবী।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে রাজপুতানা প্রদেশের মধ্যে যশলমীর নামক এক জনপদ দৃষ্ট হয়। উহার অন্তঃপাতী পূগল নামক ভূখণ্ডে রণঙ্গদেব নামক জনৈক ভট্টি সর্দ্দার আধিপত্য করিতেন। রণঙ্গদেবের সাধু নামক একটী বীর্য্যবান ও তেজস্বী পুত্র ছিল। ইহার বীরত্বে ও তেজস্বীতায় সকলেই মস্তক অবনত করিত। ইনি বিস্তৃত মরুভূমি হইতে সিন্ধুনদের তট পর্য্যন্ত আপন আধিপত্য বদ্ধমূল রাখিয়া ছিলেন। মরুভূমিস্থ সকলেই ইহাকে করাল কালের ন্যায় ভয় করিত।

একদা সাধু কোন নগর হইতে কতকগুলি ঘোটক ও উষ্ট্র জয় করিয়া সানন্দ অন্তরে মোহিল দিকের রাজধানী ঔরিন্ত নগরের প্রান্ত ভাগ দিয়া স্বীয় নগরে প্রতিগমন করিতেছেন, এমন সময়ে মোহিলরাজ বাণিকরাও সাদরে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া পাঠাইলেন। সাধু তাহার নিমন্ত্রণ

গ্রহণ করিয়া যথাকালে তদীয় ভবনে উপস্থিত হইলেন। আহারাদি কার্য্য সম্পাদিত হইল। এদিকে মাণিকরাও সাধুর বীরত্বসূচক নানাবিধ গল্প শুনিয়া কখন বিস্মিত, কখন স্তম্ভিত কখন বা আনন্দিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত বীরত্ব কাহিনী অপর একটি লাবণ্যবতী বালিকার কর্ণগোচর হইল।—এ লাবণ্যময়ী যুবতী কে?—ইনি মোহিল-রাজ মাণিকরাওয়ের দুহিতা—কর্ম্মদেবী। মুন্দরাধিপ রাও চণ্ডের চতুর্থ তনয় অরণ্যকমলের সহিত ইহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল; কিন্তু কর্ম্মদেবীর সে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে অভিপ্রায় ছিল না। তিনি পূর্ব্বেই সাধুর অসীম বীরত্ব শুনিয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু আজ সেই আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির বৃত্তান্ত স্বকর্ণে শুনিয়া তদীয় মনোগত ভাব প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সহচরীগণ তাঁহার মন ফিরাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন কিন্তু কর্ম্মদেবী তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিলেন "তুচ্ছ রাজসিংহাসন লইয়া কি হইবে? উচ্চ রাঠোর কুলের পুত্রবধূ হইয়া কি করিব?—আমি যাঁহাকে প্রাণ, মন সমর্পণ করিয়াছি তাহার দাসী হইয়া থাকিব তথাপি অপরের মহিষী হইতে যাইব না।"

ক্রমে এ কথা মাণিক রাওয়ের কর্ণগোচর হইল; তিনি বিষাদ, ভয় ও ক্ষোভে যুগপৎ ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন। এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে যে মোহিল কুল নির্ম্মূল হইবার সম্ভব,—অরণ্যকমলের ক্রোধবেগ কোন ক্রমেই প্রকৃতিস্থ হইবে না, তাই ভাবিয়া আজ মাণিক রাও বিচলিত হইলেন।

কর্ম্মদেবীকে নানামতে বুঝাইলেন, কিন্তু বীরবালা তাহাতে দৃক্‌পাতও করিলেন না। অবশেষে মাণিকরাও এ বিপদ বার্ত্তা সাধুকে অবগত করাইলেন; তেজীয়ান সাধু এ আশঙ্কায় ভীত হইলেন না। তিনি বলিলেন "যদি নারিকেল ফল যথা বিধানে পূগলে প্রেরিত হয় তাহা

হইলে আমি আপনার দুহিতাকে বিবাহ করি।” অল্পকাল মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ সূচক নারিকেল ফল পূগলে প্রেরিত হইল, এবং ঔরীন্ত নগরে যথাবিধানে সাধুর পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

নব বিবাহিতা বধূ, বহুমূল্য মণি রত্নাদি, বিবিধ স্বুবর্ণ, রজত পাত্রে একটি স্বুবর্ণ নির্ম্মিত বৃষ মূর্ত্তি এবং ত্রয়োদশটি রাজপুত রমণী সহ সাধু ঔরীন্ত নগর হইতে প্রস্থানোত্মত হইলেন। তিনি মাণিক রাওয়ের আগ্রহাতিশয় প্রযুক্ত মাত্র সাত শত ভট্টি সেনা এবং ৫০ জন মোহিল সৈন্য মাত্র সঙ্গে লইয়াছিলেন। কর্ম্মদেবীর ভ্রাতা মেঘরাজ এই সৈন্যের অধিনায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

এই পরিণয় বার্ত্তা অরণ্যকমলের কর্ণগোচর হইল, তিনি দারুণ ক্রোধ ও জিঘাংসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং চারি সহস্র রাঠোর সৈন্য লইয়া সাধুর বিরুদ্ধে গমন করিলেন।

সাধু যখন ঔরিন্ত নগর হইতে গমন কালীন শ্রম শ্রান্তি মানসে চন্দন নামক স্থানে বিশ্রাম করিতে ছিলেন সেই সময় রোষোন্মত্ত রাঠোর সৈন্য সমভিব্যাহারে অরণ্যকমল তথায় উপস্থিত হইলেন।

সাহসী সাধু চাহিয়া দেখিলেন বহুসংখ্যক সৈন্য তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। যদিও প্রতিদ্বন্দী সৈন্য তাহার সৈন্যাপেক্ষা চারিগুণ অধিক, তথাপি তিনি ভীত হইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেন না। উভয় পক্ষে ভয়ানক রণ বাধিল। বিভীষণ কৃপাণ পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্থিত হইল। পরস্পর সংঘর্ষণে অনর্গল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল।

দলযুদ্ধ সাধু বা অরণ্যকমলের অভিপ্রেত ছিল না স্বুতরাং অনর্থক সেনাবল অপচয় করা অপেক্ষা দ্বন্দযুদ্ধ করিবার মনস্থ করিলেন। কর্ম্মদেবী অদূরে রথোপরি আরূঢ়া থাকিয়া ভীষণ আহব দর্শন করিতে ছিলেন, সাধু এবার শেষ বিদায় প্রার্থনা করিবার জন্য কর্ম্মদেবীর সমীপে উপস্থিত হইলেন।

কর্ম্ম দেবী ধীর ও গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন যে, 'আপনি অকাতরে যুদ্ধে লিপ্ত হউন আমি এখানে থাকিয়া আপনার যুদ্ধ নৈপুণ্য দর্শন করিব। ঈশ্বর না করুন, যদি দৈব দুর্ব্বিপাকে সমর ক্ষেত্রে পতিত হন আমি পর-লোকে গমন করিয়া আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইব।' বীরবালার তেজস্বিনী বাক্যে সাধু দ্বিগুণ উৎসাহে বিপক্ষীয় সৈন্যের উপর পতিত হইলেন। তাহার শাণিত শূল প্রহারে অসংখ্য সৈন্য হত ও আহত হইল; অবশেষে রাঠোররাজকুমার অরণ্যকমলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উভয়ে পর-স্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া সদাচারে ক্ষণকাল মাত্র ব্যয়িত করিলেন। পর-ক্ষণেই সাধু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া শাণিত তরবার প্রহার করিলেন, অরণ্যকমল তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিরোধ করিয়া পুনরায় সাধুর মস্তকে আঘাত করিলেন, তন্মুহূর্ত্তেই বজ্রভগ্ন দুইটী মেরু শৃঙ্গের ন্যায় উভয় বীর ভূতলে পতিত হইলেন। অরণ্যকমল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন সুতরাং অচিরে তাহার মূর্চ্ছা অপনীত হইল। কিন্তু ভাট্টবীর সাধু আর পুনর্ব্বার উত্থিত হইলেন না। তাহার জীবন-প্রদীপ চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়া গেল। হায়! আজ ১৪০৭ খৃঃ মরুভূমির ভীষণ প্রান্তরে পতিপ্রাণা কর্ম্মদেবীর আশাভরসা সকলই নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কর্ম্ম-দেবীর সেই সারল্য লাবণ্যময়ী, সুকুমারী হাস্যময়ী মূর্ত্তি আজ ম্লান;—সুখের তরুণ তপন উদয় না হইতেই কাল মেঘের আবির্ভাব,—কোমল কোরক প্রস্ফুটিত না হইতেই কীট দংশনে পতিত। কোথায় পতির সোহাগিনী হইয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইবেন;—না, তদ্বিনিময়ে আজ পতি বিরহে ম্লান হইয়াছেন। তাহার সেই লাবণ্য, সেই চারুতা কিছুই নাই। কিন্তু তিনি বীর নারী—তাহাতে কিছু মাত্র দুঃখিত হইলেন না, অচিরে দারুণহৃদয় জ্বালা নির্ব্বাপনের জন্য উপযুক্ত আয়োজন করিতে তৎপর হইলেন। স্বর্গলোকে যাইয়া পতি প্রেমে মগ্ন হইবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিলেন।

অচিরে যুদ্ধস্থলে এক চিতা প্রজ্বলিত হইল। মোহিল রাজকুমারী একখানি শাণিত তরবারি প্রার্থনা করিলেন। অচিরে আদেশ প্রতিপালিত হইল। তরবারি প্রদত্ত হইলে তদ্দ্বারা অম্লান চিত্তে কর্ম্মদেবী আপনার একখানি বাহু ছেদন করিয়া জনৈক সৈন্যের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন "ইহা যেন আমার প্রিয়তমের পিতাকে দিয়া বলা হয় যে "তাহার পুত্রবধূ এইরূপ ছিলেন।" তদনন্তর অপর হস্ত বিস্তৃত করিয়া নিকটস্থ জনৈক সৈনিককে আদেশ করিলেন, "ইহা এখনই কর্ত্তন কর।" আদেশ প্রতিপালিত হইল, দর্শকগণ শোকে বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন কিন্তু কর্ম্মদেবীর জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া গেল না। তিনি ধীর ও গম্ভীর স্বরে সেই ছিন্নবাহু মোহিল কুলের ভট্ট কবিকে প্রদান করিতে আদেশ করিয়া, পতির মৃতদেহের সহিত জলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে বীরবালার কমনীয় কান্তি ভস্মে বিলিন হইয়া গেল।

কর্ম্মদেবীর আদেশানুসারে তাহার ছিন্ন বাহু যথা স্থানে প্রেরিত হইল। পুগলের বৃদ্ধ রাজা রণজ দেব সেই বাহু দগ্ধ করিয়া তথায় একটি সরোবর খনন করতঃ তাহাকে প্রতিষ্ঠা করেন। আজিও সেই সরোবর কর্ম্মদেবীর সরোবর নামে অভিহিত হইয়া বীর বালার বীর কাহিনী অক্ষয় ও অমরত্ব ঘোষণা করিতেছে।

বীরধাত্রী পান্না।

রাজপুত কুল গৌরব পরাক্রান্ত বীর-শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম সিংহ জীবনলীলা শেষ করিয়া ইহকালের জন্য মিবার ভূমি হইতে বিদায় লইয়াছেন। আজ মিবার ভূমি অমানিশা আঁধারে আবৃত, মিবার আকাশে সংগ্রাম-সূর্য্য উদয় হইয়া সহস্রধারে যে কিরণ বিকাশ করিতেছিল। আজ বিধর্ম্মী দুরাচার যবন শত্রুর চক্রান্ত-জালে পড়িয়া সে কিরণ অস্তমিত হইল। সংগ্রাম সিংহের সুকুমার তনয়, এক মাত্র স্নেহের পুত্তলি, জীবনের আশা-লতা, মিবারের ভাবী ভরসার স্থল উদয় সিংহ শত্রুর অধীন। ছয় বৎসরের বালক বিবেচনায় অজ্ঞ, ভালমন্দ বোঝে না শত্রু মিত্র চিনে না সে আপন মনে হাসিয়া খেলিয়া আহার পানে তুষ্ট হইয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। ওদিকে পৃথিরাজের উপপত্নীর তনয় বনবীর মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাহার সুখের পথে যে কয়েকটী কণ্টক আছে তাহা উৎপাটিত করিতে অগ্রসর। উদয় সিংহই তাহার প্রধান কণ্টক। আজ এই কণ্টক উৎপাটনে কৃত সংকল্প হইয়া বনবীর নিশা আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে নিশা দেবী অন্ধকার-বাস পরিধান করিয়া ধরা ধামে অবতীর্ণা হইলেন। সকলেই আহারাদি সমাপন করিয়া শয্যায় আশ্রয় লইল। বৃক্ষরাজী সারাদিন হেলিয়া দুলিয়া ক্লান্ত কলেবরে স্থির ও নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান। প্রকৃতি শান্ত; রাজবাটীর প্রায় সর্ব্বত্রই নীরব। রজনী গভীর, নিশিথিনী নিস্তব্ধ। উদয় সিংহ আহার পানে পরিতৃপ্ত হইয়া সুকোমল শয্যায় নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রা যাইতেছেন, ধাত্রী শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা থাকিয়া মৃদুল ব্যজনে দেহ শীতল করিতেছে। ক্ষণ-

কাল পরে রাজবাটীতে ঘোর কোলাহল উঠিল। অবলার আর্ত্তনাদ ও রোদন ধ্বনী রাজপুরী হইতে অনন্ত আকাশ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল, ধাত্রী শিহরিয়া উঠিল। সে ভয় ব্যাকুল মনে চতুর্দ্দিক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এমন সময় ক্ষৌরকার * ব্যাকুল মনে কম্পিত কলেবরে ধাত্রীকে জ্ঞাপন করিল।

"সর্ব্বনাশ উপস্থিত, বনবীর উদয় সিংহকে হত্যা করিবার জন্য আসিতেছে।" এই কথা শ্রবণ মাত্র ধাত্রীর মুখমণ্ডল শুষ্ক হইল। ধমণীস্থ রক্ত স্রোত স্তম্ভিত হইল। কিন্তু সে বিপদে অধীর না হইয়া উদয়সিংহকে একটা চাঙ্গারির মধ্যে ভরিয়া পত্র দিয়া উপরিভাগ আবৃত করতঃ ক্ষৌরকার হস্তে প্রদান করিয়া বলিল, "এখনই এই ঝুড়ি লইয়া তুমি এস্থান হইতে পলায়ন কর।"

বিশ্বস্ত নাপিত তাহার কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া তদনুযায়ী কাজ করিল, সে উদয় সিংহকে লইয়া অদূরে বেরীস নদীর নিভৃত তটে পলায়ন করিল। এদিকে ধাত্রী উদয় সিংহের শয্যায় নিজ তনয়কে শয়ান রাখিল। এমন সময় বনবীর নিষ্কোষিত অসি হস্তে উদয় সিংহের অন্বেষণে কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ধাত্রী বনবীরের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও নিষ্কোষিত অসি দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইল, তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল, সে কাষ্ঠ পুত্তলির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। বনবীর ধাত্রীর নিকট উদয় সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ধাত্রী একটি কথাও কহিতে পারিল না, সে নীরবে অধোমুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া স্বীয় তনয়কে দেখাইয়া দিল। বনবীর উদয় সিংহ বোধে ধাত্রীপুত্রের বক্ষে তীক্ষ্ণ অসি বিদ্ধ করিয়া দিল। ধাত্রীপুত্র

* ক্ষৌরকার। ইহারা রাজস্থানে "বারি" নামে কথিত। ইহারা জাত্যাংশে নাপিত। কিন্তু ক্ষৌরকারের কাজ করে না। রাজ পরিবারের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিয়া থাকে।

বিশেষ বিবরণ বরাট প্রেসের রাজস্থানে দ্রষ্টব্য।

একবার মাত্র আর্ত্তনাদ করিয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল। বনবীর তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে উদয় সিংহকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া রাজপুরী মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল, ধাত্রী-পুত্রের দাহ কার্য্য অচীরে সম্পন্ন হইল। ধাত্রীর হৃদয়ে যে আলো মৃদু মৃদু জ্বলিতেছিল, আজ তাহা নিবিয়া গেল। তাহার যে আশালতা এতদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল, তাহা সমূলে উৎপাটিত হইল। সে নীরবে সজল নয়নে পুরী হইতে বহির্গত হইয়া সেই নাপিতের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

যে উচ্চহৃদয়া ধাত্রী আপন পুত্রের শোণিত বিনিময়ে রাণাবংশ অনন্ত বিনাশ হইতে রক্ষা করিল ইহার নাম পান্না। পান্না রমণী কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে মানবের সাধ্যাতীত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে তাহার উদাহরণ জগতে অতীব বিরল। কে কোথায় এত স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছে? কাহার হৃদয় এত মহৎ ভাবপূর্ণ? কাহার অন্তরে এত উচ্চভাব বিরাজিত? পান্না, তোমার পঞ্চভৌতিক আত্মা পঞ্চভূতে মিলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তুমি সকলের স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তুমি মৃত হইয়াও আজ সজীব। ইতিহাসে তোমার নাম জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, বীরধাত্রী পান্না।

বীরবালক ও বীরনারী।

১৫৬৮ খ্রীঃ যখন মোগল-কুল-তিলক আকবর চিতোর আক্রমণ করেন, সে সময় চিতোরের বীর পুরুষও বীররমণীগণ স্বদেশ রক্ষার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া জন্মভূমিকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে দণ্ডায়মান।

আজ এক ভীষণ দিন উপস্থিত হইয়াছে। আকবরসাহ চিতোর আক্রমণ করিয়াছেন, আজ কে চিতোর রক্ষা করিবে? রাজপুত-কুল-কলঙ্ক উদয়সিংহ প্রাণভয়ে গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; চিতোরের ভাগ্যে কি আছে কে বলিতে পারে? চিতোর নগরীকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া আজ কিনা সেই বাপ্পারাওয়ের বংশোদ্ভব সংগ্রামসিংহ ও হামিরের বংশধর উদয়সিংহ মোগল ভয়ে পলাইত,—সিংহ শাবক কিনা শৃগাল দর্শনে ভীত! যে স্থানের অবলাগণ বিপক্ষের আক্রমণে কোমল শরীরে লৌহ বর্ম্ম ধারণ করতঃ রণমদে মত্ত হইয়া রণচণ্ডী বেশে অসংখ্য সৈন্য নিপাত পূর্ব্বক বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন; হায়! আজ সেই ক্ষত্র-বলপ্রদীপ্ত চিতোর সামান্য শত্রু ভয়ে ভীত? একি কম পরিতাপের কথা? তবে কি চিতোর আজ বীর শূন্য হইয়াছে?—আজ 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্মভূমিকে রক্ষা করিতে পারে এমন বীর কি কেহই নাই?—সকলেই কি উদয়সিংহের পন্থানুসরণ করিবে?—না—কেন শত্রুর বিরুদ্ধে স্বদেশ রক্ষা করিতে দণ্ডায়মান হইবে না? যাহার ধমনীতে বিন্দুমাত্র ও ক্ষত্রশোণিত প্রবাহিত হয় তাহারা সকলেই দেশ রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইবে।

ঐ দেখ মিবারের এ ঘোর দুর্দ্দিনে, প্রবল শত্রুর আক্রমণ সময়ে, কৈলবারা ও বিজোনের পতি, অলৌকিক সাহস পূর্ব্বক স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য রণবেশে কত শত অরাতি নিধন পূর্ব্বক অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া রণশয্যায় শয়ন করিলেন। আহা! ইহাদের কি অসীম বীরত্ব! কি স্বদেশ প্রীতি! আকবর ইহাদের বীরত্বে মোহিত হইয়াছিলেন এবং নিজেও ইহাদের বীরত্ব কাহিনী জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন।

আবার ঐ দেখ জয়মল্ল অসাধারণ সাহস সহকারে সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জয়মল্ল ভীষণ বেগে যবন সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অধিক কাল অরাতি নিধনে সক্ষম হইলেন না;

অচিরেই তিনি আকবর কর্ত্তৃক অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইলেন। ইহা আকবর চরিত্রের একটি দুরপনেয় কলঙ্ক মাত্র।

যবনগণ প্রবলবেগে দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। আজ রাণা পলাইত। এখন চিতোর ভূমি রক্ষা করিবে কে?—সেনাগণ কাহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া স্বদেশের জন্য প্রাণপণে রণ করিবে? আজ কি তবে চিতোরের স্বাধীনতা-সূর্য্য চিরকালের জন্য অস্তাচলগামী? রাজপুত সৈন্য নেতাবিহীন হইয়া কিরাত বেষ্টিত মৃগের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ঐ দেখ একটি বালক এই অসময়ে এই ঘোর দুর্দিনে রণমদে মত্ত হইয়া যবন সৈন্য নিপাত করিতেছে! বালকের বয়স মাত্র ষোড়শ বর্ষ,—এই অল্প বয়সে কমনীয় শরীরে লৌহ বর্ম্ম পরিধান করিয়া কি প্রকার বীরত্ব সহকারে রণ কৌশল প্রদর্শন করিয়া যবনসৈন্য নিধন করিতেছে, যবনসৈন্যগণ তাহার প্রতি ধাবমান হইতেছে,—বালক অমিত তেজে সিংহের ন্যায় বিক্রম সহকারে যবনদিগকে তাড়িত করিয়া দিতেছে। ঐ বালকটী কে? উহার নাম পুত্ত। পুত্ত একদল সৈন্য বিনাশ করিলেন। আকবর অন্য এক দল সৈন্য লইয়া পুত্তের দিকে ধাবমান হইলেন। হঠাৎ তাহার সৈন্যগণ বাধা প্রাপ্ত হইল। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে এই সময় কে মোগল সৈন্যের উপর গুলির পর গুলির আঘাত করিয়া মোগল সৈন্যগণকে ব্যাকুলিত ও বিধ্বস্ত করিয়া তুলিল। আকবর দেখিলেন তিনটি রাজপুত বীরাঙ্গনা গিরিবর্ত্ম আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মানা রহিয়াছে এবং পুত্ত আক্রমণকারী যবণগণের উপর অজস্র গোলা বরিষণ করিতেছে। একটি প্রৌঢ়া ও অপর দুইটি পূর্ণ যৌবন সম্পন্না,—'যেন নব প্রস্ফুটিত শতদল।'

তিনটী রমণীই বর্ম্মে আবৃত, তিনটিই অশ্বে আরূঢ়া এবং তিনটি রমণীই অস্ত্র চালনায় বিশেষ রূপে পারদর্শী। যুগপৎ লাবণ্যতায় ও ভীষণতায় আকবর বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। এই বীরাঙ্গনা ত্রয়ের পরাক্রমে

অনেক সৈন্য নিধন প্রাপ্ত হইল। এই তিনটি রমণী পর্ব্বত হইতে নদী বাহির হইবার মত প্রবল বেগে রণোন্মত্ত প্রচণ্ডার ন্যায় মোগল সৈন্য দিগকে নিপাত করিতে লাগিলেন। অহো! ইহাদের কি অসীম সাহস, কি অদ্ভুত বীরত্ব! আকবর ইহাদের বিক্রম দর্শনে দুঃখে ও লজ্জায় অবনত মস্তক হইলেন। এবং রমণীত্রয়কে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পুত্ত-জননী কর্ম্মদেবী আত্মজের সাহায্যার্থ, কমলা দেবী জীবন সর্ব্বস্ব স্বামীর জন্য এবং কর্ণাবতী প্রিয়তম ভ্রাতার জন্য রণবেশে দুর্গার ন্যায় ম্লেচ্ছরূপী অসুর সংহার করিতে লাগিলেন। সমরতরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে তিনটি বীরাঙ্গনার গুলির আঘাতে মোগল সৈন্য পতিত হইতে লাগিল। সন্ধ্যা প্রায় সমাগত, যুদ্ধ চলিতেছে, বিরাম নাই। যেন যুদ্ধই তাহাদের আদরের জিনিস।

আকবর রমণী ত্রয়ের বীরত্বে মোহিত হইয়া এই প্রচার করিলেন "যিনি এই রমণীত্রয়কে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া আনিতে পারিবেন তাহাকে বিপুল অর্থ পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে।" সে সময় সকলেই উন্মত্ত ছিল, কেহই আকবরের কথায় কর্ণপাত করিতে পারিল না, অনেক মোগল সৈন্য সংহার করিয়া কর্ণাবতী বৃন্তচ্যুত পুষ্পের ন্যায় ভূমিতলে নিপতিতা হইলেন। পুত্ত স্বচক্ষে ভগ্নীর পতন দেখিলেন, একবার মাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া পুনরায় মোগল সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। কর্ম্মদেবী ইহাতে কাতরা হইলেন না, তিনি দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে কমলাবতীর হস্তে একটি গুলরি আঘাত লাগিল, কমলাবতী এ আঘাতকে আঘাত বিবেচনা করিলেন না; অবলীলাক্রমে শত্রু নিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে গোলার উপর গোলার পতনে কমলাবতী ও কর্ম্মদেবী ভূতলশায়িনী হইলেন। এবং উভয় পক্ষীয় সৈন্য মধ্যে জল বিন্দুর ন্যায় মিশিয়া গেলেম। কিন্তু ইতিহাসে ইহাদের কীর্ত্তি জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

পুত্ত স্বচক্ষে স্ত্রী ও মাতার বীরত্ব এবং অসাধারণ অস্ত্র চালনা বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, স্বাধীনতা প্রিয় পুত্ত স্ত্রী, ভগ্নী ও মাতার পতনে ক্ষণকালের জন্য নিস্তব্ধ হইলেন। তিনি দুঃখে সমস্ত পৃথিবী যেন অন্ধকার বোধ করিতে লাগিলেন।

পুত্ত দুঃখে ও ক্ষোভে দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইয়া মোগল অনীকিনী আক্রমণ ও সংহার করিতে লাগিলেন। জ্ঞান নাই, চৈতন্য নাই, বিশ্রাম নাই এ অবস্থায়ও তিনি যেন কতই আনন্দ অনুভব করিতেছেন।

এইরূপে কিছুক্ষণ যবন দিগকে হত্যা করিয়া রাজপুতকুল-গৌরব স্বাধীনতাপ্রিয় পুত্ত অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া রণস্থলে শয়ন করিলেন। পুত্ত! তোমার সাহসিকতায় ধন্য, তোমার আত্মত্যাগে ধন্য, তোমার স্বদেশ প্রেমিকতা তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি ঐতিহাসিকগণ অনন্তকাল গান করিবে।

চণ্ড!

একদা মিবারাধিপতি রাজা লাক্ষ আপন মন্ত্রী পারিষদ ও সম্রান্ত সামন্তবর্গে পরিবৃত হইয়া রাজকার্যের পর্য্যালোচনা করিতেছেন এমন সময় মারবার রাজ রণমল্লের নিকট হইতে নারিকেল ফল লইয়া জনৈক দূত তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা লাক্ষকে অবগত করাইল, "মহারাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ চণ্ডের সহিত নিজ দুহিতার পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করিয়া মহারাজ রণমল্ল এই নারিকেল ফল প্রেরণ করিয়াছেন।" সে সময় যুব-রাজ চণ্ড তথায় উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং রাজা লাক্ষ দূতকে কিয়ৎ কাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া বিনয় ও নম্র বচনে কহিলেন, "অচিরেই চণ্ড

আসিয়া এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিবেন।" দূত উপবেশন করিলে রাজা পরিহাস্যচ্ছলে কহিলেন, "আমার বোধ হয় যে আমার মত শ্বেত শ্মশ্রুল বৃদ্ধের জন্য আপনারা এরূপ খেলার দ্রব্য প্রেরণ করেন না।" রাজার এইরূপ কৌতুকাবহ মধুর বচনে সভাস্থিত সকলেই উচ্চরবে হাস্য করিয়া উঠিল।

যখন এইরূপ বিদ্রুপাত্মক বাক্যে সভা আন্দোলিত হইতেছিল তখন যুবরাজ চণ্ড স্থির ও গম্ভীর ভাবে তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং সভার কথিত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রুত হইলেন। কিন্তু এক কূট চিন্তায় তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল।—তিনি ভাবীতে লাগিলেন যে রমণীকে পিতা মূহুর্ত্তের জন্য আপন ভাবিয়াছেন কিরূপে তিনি সেই রমণীকে বিবাহ করিবেন? অবশেষে স্থির করিলেন যে, এ বিবাহে কোন প্রকারেই সম্মত হইবেন না।

চণ্ডের এ অভিপ্রায় অচিরে রাণার কর্ণ গোচর হইল। তিনি কত উপদেশ প্রদান করিলেন কিন্তু কিছুতেই চণ্ডের দৃঢ় সংকল্প তিরোহিত হইল না। তিনি কত মত বুঝাইলেন কত স্নেহ বচনে কত অনুরোধ করিলেন, কত ভীতি প্রদর্শন করিলেন কিছুতেই চণ্ডের মতি ফিরিল না। রাজা বিষম সঙ্কটে পড়িলেন যেহেতু নারিকেল ফল প্রেরিত হইলে রাজপুত দিগের মধ্যে যদি সেই সম্বন্ধ স্থির করা না হয় তবে কন্যা পক্ষের নিতান্ত অবমাননা হয়। সুতরাং এ বিবাহে সম্মতি প্রদান না করিয়া রণমল্লের নিতান্ত অপমান হইবে তাই মারবার রাজের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য বাধ্য হইয়া রাজা বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এবং ক্রোধভরে গম্ভীর কণ্ঠে চণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাল, আমিই সেই কন্যার পানিগ্রহণ করিতেছি কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও সেই রমণীর গর্ভে যদি কোন পুত্র সন্তান প্রসূত হয় তবে তোমাকে উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে—শপথকর।" এই কঠোর বাক্যে তেজস্বী

চণ্ডের হৃদয় বিচলিত হইল না, সে অচল, অটল ও স্থির ভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ পিতঃ! আমি ভগবান একলিঙ্গের নাম করিয়া শপথ করিতেছি যে তাহা হইলে আমার উত্তরাধিকারিত্বের সত্ব আমি নিজ হইতেই ত্যাগ করিব।"

ভবিতব্যতার লিখন অখণ্ডনীয়, দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা আজ পঞ্চাশৎ বর্ষীয়ের করে সমার্পিত হইল; এ অপূর্ব্ব সম্মিলনে এক পুত্র সমুদ্ভূত হইল তাহার নাম মুকুল জি।

যখন মুকুল জি পঞ্চম বর্ষে পদার্পন করিলেন তখন রাজা শুনিতে পাইলেন যবনগণ পূণ্য তীর্থ গয়াধাম আক্রমণ করিয়াছে! সুতরাং তিনি যবনের গ্রাস হইতে পবিত্র তীর্থ উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এ বৃদ্ধ বয়সে আর যে প্রত্যাগত হইবেন এ বিশ্বাস তাহার হৃদয়ে ছিল না, যেন কোন প্রকার অন্তর্বিপ্লব সমুদ্ভব না হয় তজ্জন্য আপনার রাজ্য শাসনের উপযোগী সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করিতে মনন করিলেন। তিনি অবর্ত্তমানে কে রাজ্য পাইবে, কে উত্তরাধিকারী হইবে। সে সম্বন্ধে চণ্ডের সহিত কোনরূপ আন্দোলন না করিয়া কেবল এই মাত্র বলিলেন, "আমি যে কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা উদ্‌যাপন করিয়া যে, দেশে ফিরিয়া আসিতে পারিব এরূপ আশা করি না। যদি আমি প্রত্যাগত হইতে না পারি তাহা হইলে মুকুলের উপজীবিকার উপায় কি? তাহা হইলে মুকুলের জন্য কোন্ সম্পত্তি নির্দ্ধারিত হইবে?" তেজস্বী চণ্ড স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ধীর ও গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন "চিতোরের রাজাসন!" এই সকল অত্যুদার উত্তরে পাছে রাণার হৃদয়ে সন্দেহ জন্মে তজ্জন্য মনীষা সম্পন্ন চণ্ড পিতার গয়া যাত্রার পূর্ব্বেই মুকুলের অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিবার মত প্রকাশ করিলেন, চণ্ডের এ অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন; অচিরে মুকুলের অভিষেক জনিত কার্য্যের

আয়োজন হইল। চণ্ড মুকুলকে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিয়া প্রথমতঃ রাজোপযোগী সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বদা তাহার নিকট বিশ্বস্তভাবে থাকিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই মহৎ ত্যাগ স্বীকারের প্রতিদান স্বরূপ তাহাকে মন্ত্র ভবনে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদত্ত হইল। এবং ইহাও নির্দ্ধারিত হইল যে সেই দিন হইতে যদি কোন সামন্তকে ভূমিবৃত্তি প্রদান করা হয় তবে দান পত্রের শিরোভাগে চণ্ডের ভগ্নচিহ্ন অঙ্কিত থাকিবে। সেই দিন হইতে চিতোরের অধিপতিগণ যাহাকে যে ভূমিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন তাহার শিরোভাগেই শালোম্ব্রাপতির ভগ্নচিহ্ন অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

চণ্ডের হৃদয় যে মহত্ব, বীরত্ব, সহিষ্ণুতা ও উদারতা প্রভৃতি গুণে বিভূষিত ছিল তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তদীয় অপূর্ব্ব স্বার্থ ত্যাগের বিষয় চিন্তা করিলে সকলই অনুমিত হইবে।

পিতার অনুপস্থিতিতে চণ্ড মুকুলের এবং মিবার রাজ্যের মঙ্গল ও উন্নতি সাধনের জন্য অতি দক্ষতার সহিত শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের সংসাধন করিতে লাগিল, কিন্তু বিমাতা তাহা সহ্য করিত সমর্থা হইলেন না। তদীয় গুণগরিমার বিষয় সকল ভুলিয়া গেলেন, পৃথিবীতে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা, ন্যায়পরতা কোথায়? এই হিংসাদ্বেষ স্বার্থপর, কুটিল সংসারে সে স্বর্গীয় অমূল্য রত্ন কি সম্ভাবিত হইতে পারে? বীরবর চণ্ড আপনার রাজমুকুট বৈমাত্রেয়ের মস্তকে পরাইয়া তাহারই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। এই স্বার্থত্যাগ ও উদারতাগুণের তিনি প্রতিদানে কি পাইলেন? পাইলেন হিংসা, দ্বেষ আর ঈর্ষা। পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া রাক্ষসী-স্বভাবা বিমাতা চণ্ডের অনিষ্টের উদ্যোগ করিলেন।

অকৃতজ্ঞ রাজমাতা চণ্ডের প্রত্যেক কার্য্যই সন্দেহ ও বিদ্বেষের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনরূপ ছিদ্র না পাইয়া কেবল অনুমানে নির্ভর করিয়া নিকৃষ্ট প্রকৃতির বশবর্ত্তিনী হইয়া চণ্ডের কার্য্যে

দোষারপ করিয়া বলিলেন, "চণ্ড রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার সুযোগে প্রকৃত রাজ ক্ষমতার পরিচালনা করিতেছেন। তিনি রাণা বলিয়া প্রকৃত পরিচয় দেন না বটে কিন্তু ঐ উপাধিটিকে সুধু নাম মাত্রে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।" একথা ক্রমে চণ্ডের কর্ণগোচর হইল, উন্নত হৃদয় বিশিষ্ট চণ্ড মর্ম্মে বড়ই আঘাত পাইলেন। এ অপযশ তাঁহার হৃদয়ে সহ্য হইল না। এ অন্যায় দোষারোপে তিনি বিমাতাকে সুমিষ্ট তিরস্কার করিয়া ধীরভাবে বলিলেন, "যদি আমার চিতোরের রাজাসন লইবার বাসনা থাকিত, তবে কে আপনাকে রাজমাতা বলিয়া সম্বোধন করিত? ভাল এক্ষণে আমি চলিলাম, রাজ্য শাসনের ভার সমস্ত আপনার উপর ন্যস্ত রহিল, এখন কেবলমাত্র রাজ্যের সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ আপনার উপরই নির্ভর করে, দেখিবেন শিশোদীয় কুলের গৌরব সম্ভ্রম যেন অনন্তে বিনাশ না পায়।" উদার-হৃদয়-চণ্ড এই বলিয়া চিতোর ত্যাগ করতঃ মান্দু রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিন্তু ক্রূর হৃদয় বিশিষ্টা মাতা একবারের জন্যও তাহাকে চিতোর ছাড়িতে নিষেধ করিলেন না।

মান্দুরাজ তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া যথোচিত সম্ভ্রম সহকারে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং 'হল্লার' নামক জন পদ ভূমি বৃত্তি স্বরূপ প্রদান করিলেন।

চণ্ড মিবার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। মুকুলের দাদাও মাতুল রক্ষক নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু অচিরেই তাহারা ভক্ষকরূপে পরিণত হইয়া উঠিলেন। মুকুলের মাতা এবিষয় কিছুই বুঝিতে পারেন নাই; অবশেষে শিশোদীয় কুলের একজন ধাত্রীর কথায় তাহার মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিল, রাজমাতা বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। এক্ষণে তিনি আত্মরক্ষার জন্য উপায় অন্বেষণ করিতে তৎপর হইলেন। তিনি নিজে যে নিজের পদে কুঠার আঘাত করিয়াছেন আজ তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিলেন, আজ চণ্ড উপস্থিত থাকিলে তাহার বিপদ কোথায়? অবশেষে

কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চণ্ডের নিকট সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন।

চণ্ড মিবারের কোথায় কি ঘটিতেছে সর্ব্বদাই তৎপ্রতি সন্ধান লইতেন। মিবারের ভবিষ্যৎ ভাগ্য-গগনে যে কাল-মেঘের উদয় হইবে তাহা তিনি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন এজন্য পূর্ব্ব হইতেই উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বিমাতার প্রার্থনায় মনের অভিমান সমস্ত ভুলিয়া গেলেন এবং বিশেষ সুকৌশলের সহিত রাঠোরদিগের কবল হইতে দেশ উদ্ধার করিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন এক দিনের জন্যও দেশের কোন অহিতকর কার্য্য করেন নাই বরং কনিষ্ঠের অধীনতা স্বীকার করিয়া যাহাতে প্রজাবর্গ সুখে বাস করিতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন।

মহাবীর পৃথ্বীরাজ।

নব প্রণয়িনীর প্রেমে মাতিয়া পৃথ্বিরাজ শৌর্য্য বীর্য্য বিস্মৃত হইলেন। অমাত্যবর্গের উপর কার্য্যের ভার দিয়া নিজে সর্ব্বদা অন্তঃপুরেই অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। রাজার ঈদৃশ ঔদাস্যতা গতিকে রাজ্য মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল।

এই সময় দুরন্ত ভারত-শত্রু সাহাবুদ্দিন গোরী ভারতবর্ষে পদার্পণ করে। সাহাবুদ্দিন লাহোরের সীমা পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা মহাবীর পুন্দির সসৈন্যে তদীয়পথাবরোধ করিলেন, ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল, পুন্দির নিহত হইলেন। বিজয়োৎফুল্ল যবনসেনা "আল্লাহো আকবর" ঘোর রোলে দিগন্ত কম্পিত করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই সংবাদ পৃথ্বীরাজের কর্ণগোচর হইল কিন্তু তাহাতে তিনি বিপদ অনুভব করিলেন না। সাহাবুদ্দিন দিল্লীর সীমায় পদার্পণ করিয়াছে তখনও পৃথু মোহনিদ্রায় নিদ্রিত। ক্রমে থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী রাম-নারায়ণ গ্রামে উপস্থিত হইয়া শিবির সংস্থাপন করিল। পৃথ্বীরাজ এই সংবাদ পাইয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন। ইঙ্গিতমাত্র রণভেরী বাজিয়া উঠিল। দুই একদিনে লক্ষাধিক সৈন্য সংগ্রহ হইল, সকল রাজন্যবর্গ আসিয়া যোগ দিতে লাগিল যাহাদের সহিত পৃথ্বীরাজের শত্রুতা ছিল তাহারাও আজ শত্রুতা ভুলিয়া আততায়ী সংহার মানসে বন্ধুভাবে মিলিত হইতে লাগিল। আহা! ভারতে আজ কি সুখের দিন! পৃথ্বীরাজ দ্বিলক্ষ পদাতি, দ্বিলক্ষ অশ্বারোহি এবং তিন সহস্র সমর-মাতঙ্গ লইয়া সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তিন দিবস কিছুই হইল না। চতুর্থ দিবসের প্রত্যুষে যুদ্ধারম্ভ হইল।

সাহাবুদ্দিন অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৈন্য মধ্য হইতে তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "বীরগণ! তোমরা জিগীষেচ্ছায় স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া এই কাফেরের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, তোমরা পঞ্জাব জয় করিয়াছ এবং সিন্ধুদেশও জয় করিয়াছ সত্য কিন্তু সে সকল স্থল তোমাদের স্বদেশ মধ্যেই বলিতে হইবে। যে সকল বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছ তাহারা আমাদের সমধর্ম্মী এবং একইরূপ রণকৌশল সম্পন্ন।

অদ্য তোমরা প্রবল সিন্ধুনদের পর পারে উপস্থিত হইয়াছ, পৃষ্ঠদেশে খরস্রোতা কাগার নদী বহিতেছে। যদি তোমরা কাফের সৈন্য দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়নের চেষ্টা কর, কাগার তোমাদের পথ রোধ করিবে এবং কাফেরের হস্তে একজনও নিস্তার পাইবে না। যুদ্ধ করিয়া যদি পরাভূত হও তাহাতে যে ফল, যুদ্ধ না করিয়া প্রস্থান করিলেও সেই ফল। সুতরাং শৃগালের ন্যায় প্রস্থান না করিয়া সিংহ বিক্রমে প্রাণপণে

যুদ্ধ করাই আমাদের কর্ত্তব্য, জয় পরাজয়ের স্থিরতা নাই। যদি আল্লার দোয়ায় জয় লাভ করিতে পার তাহা হইলে সম্মুখস্থিত বিশাল রাজ্য ও ভারতের মণিকাঞ্চন তোমাদেরই। আমি তোমাদিগের প্রভু বটি কিন্তু এ সকল আমার হইলেও তোমরা যথাযোগ্য লাভে কেহই বঞ্চিত হইবে না। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে যুদ্ধে জয়ী হইলে তোমাদের পরমারাধ্য মুসলমান ধর্ম্মেরই জয়। এই ধর্ম্মযুদ্ধে যদি প্রাণ যায় তাহা হইলে স্বর্গে যাইয়া পরম সুখে থাকিবে। এ পৃথিবীতে সুখ অল্পকাল স্থায়ী, কিন্তু স্বর্গীয় সুখ অনন্তকাল স্থায়ী, অতএব যুদ্ধে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। সুতরাং সাহস করিয়া অগ্রসর হও, শত্রুর মুণ্ডচ্ছেদন কর।"

এই বলিয়া সাহাবুদ্দিন শরাসন হইতে একটি তীর নিক্ষেপ করতঃ অদূরে সরিয়া গেল। মুসলমান সৈন্যগণ "আল্লাহো আকবর" বলিয়া প্রবলস্বরে দিগন্ত কাঁপাইয়া শত্রুর অভিমুখে প্রবল বিক্রমের সহিত ধাবিত হইল। পৃথ্বীরাজও নিজ সৈন্যদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি সৈন্যদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "দুরাত্মা ম্লেচ্ছগণ একবার নগরকোটে তোমাদের অসিরতেজ অনুভব করিয়াও পুনরায় পতঙ্গবৎ জলন্ত অগ্নি শিখায় দগ্ধ হইতে আসিয়াছে। এবার বহুসৈন্য লইয়া তোমাদিগকে পরাস্ত করিতে—তোমাদিগের স্ত্রীপুত্রদিগকে অনাথ করিতে—স্বর্গাদপী গরিয়সী জন্মভূমিকে জয় করিতে আসিয়াছে;—একি সামান্য স্পর্দ্ধা! রাজস্থানে যবনের পদার্পণ? কি আশ্চর্য্য! রাজপুত কি ভীরু? পৃথ্বীরাজের দেহে প্রাণ থাকিতে তোমাদের ভয় নাই। ঐ দেখ শত্রু অগ্রগামী হইতেছে, তোমরাও অগ্রসর হও, দৃঢ় মুষ্টিতে অসিধারণ কর। "জয় হর হর একলিঙ্গ" বলিয়া পৃথ্বীরাজ হুঙ্কার ছাড়িলেন। সৈন্যগণও গর্জ্জিয়া উঠিল, ভয়ঙ্কর রণ বাধিল, অসির ঝনৎকার শব্দে, হস্তীর বৃংহিতে, অশ্বের হ্রেষারবে, পদাতিক ও অশ্বারোহীর আস্ফালনে দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল।

রাজপুতদিগের প্রবল পরাক্রমে মহম্মদীয় সৈন্যগণ ক্রমে পলায়নপর হইল। পৃথ্বীরাজ সাহাবুদ্দিনকে আক্রমণ করিলেন। এবং নিজ শাণিত অসির আঘাতে তাহাকে অশ্ব হইতে ভূমিতে নিপাতিত করিলেন। কিন্তু সাহ বুদ্দিনের প্রাণ বিয়োগ হইল না। মোগল সৈন্যগণ প্রভুকে পাতিত দেখিয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলে হিন্দু সৈন্যগণ তাহাদিগকে বিংশতি ক্রোশ পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিলেন। সাহাবুদ্দিন ক্রোধে ও ক্ষোভে অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে দুইবৎসর কাটিয়া গেলে সাহাবুদ্দিন পুনরায় সুশিক্ষিত ১২০০০ অশ্বারোহীও বহু সংখ্যক পদাতিক সংগ্রহ করিয়া পুনরায় ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ও সার্দ্ধশত হিন্দু নৃপতি, তিন লক্ষ অশ্বারোহী, তিন সহস্র সমর মাতঙ্গ ও অসংখ্য পদাতিক সমভিব্যাহারে পুনরায় থানেশ্বর সমর ক্ষেত্রে কাগার নদীর পূর্ব্বাপারে যাইয়া শিবির স্থাপন করিলেন। হিন্দুগণ ভাগিরথীর পবিত্র সলিল স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে হয় যুদ্ধে জয়ী হইব নতুবা প্রাণ পরিত্যাগ করিব। সুতরাং হিন্দুগণের মনে ধারণা তাহাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। হিন্দু নৃপতিগণ সাহাবুদ্দিনকে বলিয়া পাঠাইলেন যে যদি তোমার স্বীয় জীবনের উপর ধিক্কার জন্মিয়া থাকে তবে কেন এতগুলি লোকের পরিবার অনাথ করিবে? যদি প্রস্থান করিতে বাসনা কর পথ পরিষ্কার আছে। আর যদি নিতান্তই মরিতে সাধ হইয়া থাকে অগ্রসর হও। যদি রজনীর মধ্যে পলায়ন না কর তবে কল্য প্রভাতেই তোমাদিগকে আক্রমণ ও হৃত সর্ব্বস্ব করিব।

ধূর্ত্ত যবন চাতুরী জাল বিস্তার করিল। সে যেন এই সগর্ব্ব বাক্যে বড় ভীত হইয়াছে এইরূপ ভান করিয়া উত্তর করিল আমি ভ্রাতৃ আদেশে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি। আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করা আমার অভিপ্রেত নহে। তবে ভ্রাতার আজ্ঞাব্যতীত কিরূপে স্বদেশে যাই? যাহা

হউক আপনাদের এই আদেশ ভ্রাতার নিকট জ্ঞাপন করিলাম, উত্তর আসা পর্য্যন্ত যুদ্ধ ক্ষান্ত রাখিলে বাধিত হইব।

হিন্দুগণ যবনের এই চাতুরীপূর্ণ কথা সরল অন্তরে বিশ্বাস করিয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত হইল। শিবিরে মহা সমারোহ চলিতে লাগিল, নৃত গীতাদি আরম্ভ হইল। সকলেই নিরস্ত্রভাবে আমোদে মত্ত রহিল।

নিশাভাগে ধূর্ত্ত যবন অতর্কিত ভাবে কাগার নদীপার হইয়া হিন্দু শিবির আক্রমণ করিল। ক্ষণ কালের জন্য নৃত্য গীতাদি থামিয়া গেল। শিবিরে এক মহাহুলস্থূল পড়িল, কিন্তু বহুসংখ্যক সেনানী এই অল্প সময়ে রণ শয্যায় সজ্জিত হইয়া শিবির রক্ষায় প্রস্তুত হইল। অবশিষ্টেরাও প্রস্তুত হইল। হিন্দু সৈন্যগণ একব্যূহ রচনা করিলেন। সাহাবুদ্দিন কোন প্রকারেই ব্যূহ ভেদ করিতে না পারিয়া আবার চাতুরী জাল বিস্তার করিল এবার তাহার সৈন্যগণকে পশ্চাৎ হটাইয়া দিলেন। হিন্দু সৈন্যগণ ভাবিল ইহারা রণে ভঙ্গদিয়া পলায়ন করিতেছে সুতরাং তাহারা ও পশ্চাৎ অনুসরণ করিল ইহাতে হিন্দু সৈন্য ছত্র ভঙ্গ হইয়া-গেল। সাহাবুদ্দিন এই অবসরে, দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহীসহ ছত্র ভঙ্গ হিন্দু সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেককে হত্যা করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক সৈন্য হত ও আহত হইল। অবশিষ্ট প্রস্থান করিয়া জীবন রক্ষা করিল। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ স্বয়ং বন্দীকৃত ও হত হইলেন। ভারত মোগলের অধিকৃত হইল।

পৃথ্বীরাজের নিহত সংবাদ দিল্লীতে পহুছিলে পৃথ্বীরাজের স্ত্রী সংযুক্তা অনলের আশ্রয় লইয়া জীবন যাতনা নির্ব্বাপিত করিলেন।

হায়! কাগারের সৈকত ভূমিতে ভারতের যে সূর্য্য অস্তমিত হইল। আরকি সে সূর্য্য উদয় হইবে? আজ যে স্বাধীনতা বিলয় হইয়া গেল আর কি ভারত তাহা ফিরিয়া পাইবে? যে ঘোর আধারে

ভারত ডুবিল সে আঁধার কি আর সরিয়া যাইবে? প্রতিধ্বনীকে জিজ্ঞাসা কর সেও আশাপ্রদ উত্তর দিবেনা।

বীরবালক বাদলচাঁদ।

যখন দ্বাদশ শতাব্দী মৃদু গতিতে বাধা বিঘ্ন না মানিয়া বালকের ক্রন্দনে রোগীর আর্ত্তনাদে দৃষ্টিপাত না করিয়া অবিরাম গতিতে চলিয়া গিয়াছে আর ত্রয়োদশ শতাব্দী তদস্থানাধিকার করতঃকালের কুটীল গতি দেখাইতেছে, সেই সময় চিতোরের অধিপতি লক্ষ্মনসিংহের খুল্লতাত ভীমসিংহ শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্য রক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন।

এ সময় দুরন্ত শত্রু আলাউদ্দিন পদ্মিনী-লাভ-বাসনায় চিতোর অবরোধ করে। কিন্তু চিতোরবাসী সকলেই বংশগৌরব রক্ষায় ব্যস্ত। পদ্মিনীর অসামান্যরূপলাবণ্যে সম্রাট মোহিত, তাই রাজপুতবংশে কলঙ্কের কালিমা প্রদান করিতে সমুদ্যত। দুরাকাঙ্ক্ষ সম্রাটের আশা ফলবতী হইল না। দুরভিসন্ধি সংসিদ্ধ হইল না। অবশেষে পদ্মিনীকে ক্ষণকাল দেখিবার জন্য স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রাজপুতবীর, দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব দেখাইবার প্রস্তাব করিলেন। আলাউদ্দিন তাহাতে অস্বীকার করিলেন না। বন্ধুভাবে কতিপয় অনুচর সঙ্গে করিয়া চিতোরের রাজ-প্রাসাদে আসিয়া পদ্মিনীর লাবণ্যময়ী কান্তি দর্শন করিলেন। পদ্মিনীর রূপলাবণ্যে আলাউদ্দিনের হৃদয় ডুবিয়া গেল। তাহার সে লাবণ্যময়ী চিত্র হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল না। কপটী সম্রাট নানাপ্রকার মিষ্টভান প্রদর্শন পূর্ব্বক সরলহৃদয় বিশিষ্ট ভীমসিংহকে চিতোর রাজপ্রাসাদের বাহিরে লইয়া গেল। রাজপুত যবনের চাতুরী কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে আলাউদ্দিনের

সহিত রাজপুরীর বাহিরে গেলেন। সহসা গুপ্তস্থান হইতে কতকগুলি যবন সৈন্য বাহির হইয়া ভীমসিংহকে বন্দি করিয়া যবন শিবিরে লইয়া গেল। অবশেষে সম্রাট প্রচার করিলেন,—"যাবৎ পদ্মিনীকে প্রাপ্ত না হইব তাবৎ ভীমসিংহকে মুক্তি প্রদান করিব না।"

"ভীমসিংহ বন্দি হইয়াছেন।" এ সংবাদে আজ চিতোরবাসী সকলেই বিষাদিত। পবিত্র আর্য্য-কুসুম ম্লেচ্ছের অধীন হইবে, রাজপুত বনিতা যবনের ক্রিড়া-পুতুল হইবে,—ইহা কি রাজপুত প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারে? এই বিপদাপন্ন সময়ে, দ্বাদশ বর্ষীয় বীরবালক বাদল আপনাদের সম্মান রক্ষার অগ্রসর হইলেন। বংশের গৌরব রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করিলেন; ভীমসিংহকে উদ্ধার করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। তদীয় খুল্লতাত গোরা প্রফুল্ল হৃদয়ে বাদলের সহিত যোগদান করিলেন।

রাজপুতগণ এককূট মন্ত্রনার উদ্ভাবন করিয়া, আলাউদ্দিনের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। "ভীমবনিতা পদ্মিনীদেবী" বহুসংখ্যক দাসী সঙ্গে করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

এ প্রস্তাবে সম্রাট আহ্লাদে অধীর হইয়া পড়িলেন, ক্রমে পদ্মিনীর আগমনের দিন উপস্থিত হইল।

দেখিতে দেখিতে সাত শত শিবিকা সম্রাটের শিবির সন্নিধানে উপস্থিত হইল। শিবিকায় যথার্থই কি সহচরীগণ সহ পদ্মিনী অবস্থিতা? না—তাহা কখনই নহে। উহাতে চিতোরের সাহসী সাত শত বীর অবস্থিত ছিল। ইহারা নির্ব্বিঘ্নে মোগল শিবিরে প্রবেশ করিয়া ভীমসিংহকে উদ্ধার করিলেন। অদূরে মোগল অনিকিনীবিরাজ করিতে-ছিল, উভয় পক্ষে সংগ্রাম বাধিল। বাদল রাজপুত সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া বীরত্বের একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের অদ্ভুত পরাক্রমে প্রভাতকালীন তারকামালার ন্যায় যবন সৈন্য একে

একে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। গোরাও অদ্ভুত পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া সমরক্ষেত্রে নিহত হইলেন; বীরবালক বাদল ইহাতে অধীর হইলেন না। তিনি দ্বিগুণ সাহসের সহিত অশ্ব চালনা করিয়া যবন সেনা বিনাশে তৎপর রহিলেন।

যে বালক মাতৃকোলে লালন পালন হইবার উপযুক্ত সে আজ প্রাণাদপি গরীয়সী জন্মভূমির জন্য বংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত হইয়া আততায়ী বিনাশে উন্মত্ত। বালকের অদ্ভুত পরাক্রমে আলাউদ্দিনের উদ্যম ব্যর্থ হইল। তিনি জয়াশায় জলাঞ্জলী প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বাদল যুদ্ধাবসানে রক্তাক্ত কলেবরে গৃহে গমন করিলেন। বাদলের মাতা অস্ত্রক্ষত বালককে ক্রোড়ে লইয়া অনুপম সুখ ভোগ করিতে লাগি-লেন। গোরার সহধর্ম্মিণী বাদলের মুখে স্বামীর বিরত্ব শ্রবণে প্রফুল্ল হইয়া, আনন্দের সহিত দয়িতের উদ্দেশে অনুগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এবং "বিলম্ব করিলে প্রাণেশ্বর আমায় তিরস্কার করিবেন।" এই বলিয়া অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিলেন।

হায়! এক সময়ে যে ভারত এইরূপ বীরত্বের আবাস ভূমি ছিল, কালের প্রভাবে সে সব অন্তর্হিত হইয়াছে। বীরবালকের এই বীরকীর্ত্তি নব্য-বঙ্গীয় পাঠকগণের মনে বিশ্বাস হইবে কি? অধুনাতন নিরীহ নিপীড়িত ভারত এই বীর বালকের অবিনশ্বর কীর্ত্তির কথা হৃদয়ে ধারণা করিবে কি?

ন্যায়বান রায়মল্ল।

রাজপুতনার অন্তঃপাতী তোতাতঙ্ক নগর রাও শূরতান নামক জনৈক রাজপুতের অধিকৃত ছিল। লীলা নামক জনৈক আফগান বীর বলপূর্ব্বক শূরতনকে বহিষ্কৃত করিয়া তদস্থানাধিকার করিলে শূরতন তাড়িত হইয়া মনোদুঃখে আরাবীর পাদদেশে বেদোনোর নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তারাবাই নাম্নী তাহার একটী লাবণ্যবতী দুহিতা ছিল। তারা শূরতানের দুঃখ নিশার একমাত্র তারকা, জীবনের স্নেহলতা আশার আশা ও দগ্ধ হৃদয়ের স্রোতস্বিনী স্বরূপা ছিল।

শৈশব সময়ে যখন তারা পিতার ক্রোড়ে শায়িত থাকিতেন তখন শূরতন আপন পিতৃপুরুষগণের কীর্ত্তি কাহিনী নানাপ্রকারে গল্প করিতেন। বালিকা তাহা সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করিতেন।

ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের আবির্ভাব হইল, তারাবাইয়ের হৃদয়ে নানাপ্রকার চিন্তা কীট প্রবেশ করিল। লুপ্তগৌরব উদ্ধার করিবার আশা হৃদয়ে বলবতী হইল। তিনি পুরুষোচিত বেশভূষা পরিধান করিয়া, অশ্বে আরোহণ করতঃ করে ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধশিক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তারা যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী হইয়া উঠিলেন। যে কয়েকবার তাহার পিতা তোতাতঙ্ক অধিকার করিতে অগ্রসর হন, সেই কয়েক বারই তিনি অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ স্থলে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। তদীয় অদ্ভুত রণাভিনয় দর্শনে অনেক যোদ্ধা তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিত। ক্রমে বীর বালিকার অদ্ভুত বীরত্ব কাহিনী রাজস্থানের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। অনেক রাজপুত তাঁহার পাণিগ্রহণ লালসায় প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু রাও শূরতান প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে "যে ব্যক্তি বাহুবলে তোতা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন তারা তাহারই করে অর্পিত হইবে।" এই কঠোর পণ বৃত্তান্ত অবগত

হইয়া অনেকেই ভগ্ন মনোরথ হইলেন। কেবল মিবারাধিপতি রাণা রায়মল্লের তৃতীয় পুত্র জয়মল্ল তাঁহার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইলেন। কিন্তু তিনি তাহার মোহিনীরূপে এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, শূরতনের প্রতিজ্ঞার প্রতি দৃকপাত না করিয়া অবৈধরূপে অগ্রেই তারাকে হস্তগত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। শূরতন জয়মল্লের এই অন্যায়াচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণবধ করিলেন।

যে সময়ে জয়মল্লের নিধন সংসাধিত হয়, সেই সময় রাওমল্লের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সংগ্রামসিংহ দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজের পরাক্রম সহ্য করিতে অপারগ হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পৃথ্বীরাজও উদ্ধত প্রকৃতি বশতঃ পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। সুতরাং জয়মল্লই একমাত্র পিতার স্নেহের পুত্তলী ও রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থিরিকৃত ছিলেন।

জয়মল্লের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিলে রাণার হৃদয়ে যে ক্রোধ ও জিঘাংসার উদ্রেগ হইবে তাহা অবস্যম্ভাবী; তাই ভাবিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন; আজ কে এ সংবাদ রাণার কর্ণগোচর করাইবে? গৃহে গৃহে এ বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল। কিন্তু একথা অধিক কাল অপ্রকাশিত রহিল না। ক্রমে ক্রমে এ কথা রাজার কর্ণগোচর হইল। সভাসদগণ শূরতনের এবম্বিধ আচরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য রাণাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাণা পুত্রের শোচনীয় পরিণামে কাতর হইলেন না। তিনি ধীর ও গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন "যে মূর্খ এরূপ অযোগ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা একজন সম্ভ্রান্ত বিশেষতঃ বিপন্ন রাজপুতকে অবমানিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল সে আপনার দুরাচরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছে।" উদার হৃদয় রাণা রায়মল্ল ইহা কহিয়া পুত্রহত্যাকারী রাওশূরতনকে ক্ষত্রোচিত কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ বেদনোর জনপদ পুরস্কার প্রদান করিলেন।

বস্তুতঃ প্রকৃত বীরের চরিত্রে এরূপ উচ্চভাব বিরাজিত বটে। জগতের ইতিহাসে এরূপ ন্যায়পরতা এরূপ তেজস্বিতা আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

যদি চ রোমের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রুতস্ অপরাধী পুত্রকে ঘাতকের হস্তে প্রদান করিয়া জগতে স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন ;—কিন্তু রায়মল্ল যে তদপেক্ষা উচ্চাশয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই স্বার্থপর হিংসাদ্বেষ পরিপূর্ণ সংসারে ইহা অপেক্ষা আর দেবভাবের চিত্র কি সম্ভাবিত হইতে পারে? বস্তুত রায়মল্ল মানব হইলেও দেবপদবাচ্য।

রণজিৎসিংহ।

পাঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মহাসিংহ ; যখন রণজিতের বয়স মাত্র আট বৎসর তখন ইহার পিতা পরলোক গমন করেন। মহাসিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রণজিৎ ও তদীয় জননী, পিতার দেওয়ান লক্ষ্মীপৎ সিংহের রক্ষাধীন হন। রণজিৎ সিংহ অতিশয় সাহসী, রণপটু ছিলেন। তিনি যে তদানিন্তন সময়ের একজন বীরকুল ধুরন্ধর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পাঞ্জাবপ্রদেশ পূর্ব্বে দিল্লীপতির শাসনাধীন ছিল। তদনন্তর ১৭৪৭ হইতে ১৭৪৯ এই কয়েক বৎসরের চেষ্টায় মহম্মদসাহআবদালি, নিজ অধিকারভুক্ত করেন। কিন্তু ১৭৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই প্রদেশ মোগল-সম্রাট-হস্ত হইতে—ছিন্ন হইয়া আফগান শাসনকর্ত্তার অধিকারভুক্ত হয়।

সেই সময় হইতে রণজিৎ সিংহের আবির্ভাব পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশ দুরানিবংশীয় সম্রাটদিগের শাসনাধীন থাকে।

মহম্মদসাহ দুরানির পৌত্র জামান সাহের কতকগুলি কামান বিতস্তা নদীতে পতিত ছিল। রণজিৎ সিংহ বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া সেই গুলি পুনরুদ্ধার করতঃ জামান সাহকে প্রদান করেন।

জামান সাহ রণজিৎ কর্ত্তৃক এই মহদুপকার প্রাপ্ত হইয়া উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ তাঁহাকে লাহোর প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করেন। সর্ব্বভুক দাহ্য বস্তু পাইলে যেরূপ অল্পেই প্রবল হইয়া পড়ে, প্রতিভাশালী ব্যক্তিও তদ্রূপ সামান্য শক্তি প্রাপ্ত হইলে মহাশক্তিরূপে পরিণত হইতে পারেন! উন্নত হৃদয় রণজিৎ লাহোর প্রদেশের শাসনভার পাইয়াই নিরস্ত থাকেন নাই। তিনি শনৈঃ শনৈঃ পঞ্জাবের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আশা অচিরেই ফলবতী হইল। প্রথমে আফগানদিগকে তাড়িত করিয়া মুলতান নিজ অধিকারভুক্ত করিলেন। তদনন্তর দুর্গম পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরে উপনীত হন। শিখ চমূর প্রবল বিক্রমে আফগান সেনাপতি জব্বর খাঁ পরাজয় স্বীকার করেন। বহুদিনের বিলুপ্ত হিন্দু জয়পতাকা আবার কাশ্মীর প্রদেশে উড্ডীন হইয়া মৃদুমন্দ সমীরণে দুলিতে থাকে। রণজিত সিংহ কাশ্মীরে জয়পতাকা উড়াইয়া দিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই। ইহার পর পেশোয়া উদ্ধার করিতে উদ্যত হন।

যে যুদ্ধে রণজিৎ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পেশোয়া অধিকার করেন সেই নওশেরার সংগ্রাম কাহিনী ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয় ও সর্ব্বাগ্রগণ্য।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ এক প্রাতস্মরণীয় দিন। এই দিনে ভারতবর্ষীয় শিখ বীরগণ সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া আফগান রাজ্যে প্রবেশ করে।

আফগান সরদার আজমখাঁ বীর কেশরী রণজিতের প্রতাপ বিলক্ষণ

অবগত ছিলেন, সুতরাং একাকী সমরে সম্মুখীন হওয়া নিতান্ত বিপদ মনে করিয়া স্বদেশীয় মোসলমানগণের সহানুভূতি ও সহায়তা লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। একে কাফেরের বীরুদ্ধে যুদ্ধ তাহাতে আবার আজাম খাঁর উৎসাহিত বাক্য। আফগান বীরগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পর্ব্বত প্রান্তরাদি স্থান হইতে বিভীষণ রূপে শিখ সৈন্যের বিরুদ্ধে আসিতে লাগিল। বহুসংখ্যক আফগান সৈন্য কাবুল নদীর পার্শ্বে নওশেরা নগরীতে শিবিরস্থাপন করিল।

রণজিৎ সিংহ ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাহার একদল সৈন্য আফগান সৈন্যের গতিরোধ করিতে প্রয়াস পাইল। সুতরাং উভয় পক্ষে ভয়ানক সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

একদিকে দীর্ঘ বপু্ বিশিষ্ট আফগানবীর অটল অচলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিপক্ষীয় আক্রমণের বাধা দিতে লাগিলেন। শিখগণের প্রবল বিক্রমে ক্রমে ক্রমে আফগান অনিকিনী ক্ষয় হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাদের অবচলিত অধ্যাবসায় দুর্ব্বার বিক্রম, অটল সহিষ্ণুতার কিঞ্চিন্মাত্র ও বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইল না।

সমর তরঙ্গ বহিতে লাগিল, দিবস অতিবাহিত হইয়া চলিল, রজনী সমাগত। আফগান সৈন্য যখন দেখিল, গোলা বারুদ সমস্তই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, তখন বিপক্ষীয় সৈন্যের উপর পর্ব্বতস্থ শিলা খণ্ড সংগ্রহ করিয়া নিক্ষেপ করতঃ বিপক্ষীয় আক্রমণের বাধা দিতে লাগিল। আফগানগণ যতই পরাজিত হয় ততই দ্বিগুণ উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া শার্দ্দূলের ন্যায় "আল্লাহো আকবর" এই ভীষণ শব্দে গগন বিদীর্ণ করতঃ আততায়ী সংহার মানসে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে তৎপর হয়।

ক্রমে রজনী গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিল,—বিশ্ব সংসার অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। কিন্তু রণজিৎসিং যুদ্ধে বিরত হইলেন না। প্রবল বিক্রম সহকারে আততায়ী সংহার করিতে লাগিলেন। আফগান

বীরগণ পঞ্জাব কেশরীর পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়া বিপক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে দিয়া পলায়ন করিল। রণজিতের জয় লাভ ঘটিল। বহুকাল পরে পুনর্ব্বার আর্য্য গৌরবের চিহ্ন স্বরূপ বিজয় কেতন আফগান ভূমির মধ্যস্থলে নওশেরার যুদ্ধে উড্ডীন হইয়া নৈশ সমীরণে দুলিতে লাগিল। বস্তুতঃ নওশেরার যুদ্ধবিজয় শিখ ইতিহাসের অতীব গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

রণজিৎসিংহ যে কেবল পঞ্জাব কেশরী ছিলেন এমত নহে, তিনি সমগ্র ভারতে বীরকুল কেশরী ছিলেন। রণজিতের জীবন চরিত লেখক বলিয়াছেন,—"রণজিৎসিংহ যথার্থ সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী ছিলেন এবং সিংহের ন্যায় বিক্রমেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।" রণজিৎ বীর-কুলের অগ্রগণ্য, যথার্থ বীরপুরুষ, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রণজিতের ন্যায় আর কোন বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহের বিষয়।

রণজিতের শৌর্য্য বীর্য্য অদম্যউৎসাহ অপার বুদ্ধি কৌশলই শিখ রাজ্যের উন্নতি লাভের প্রধান কারণ। একাধারে এত সাহস, এত বুদ্ধি এত বীরত্ব রণজিতের ন্যায় আর কাহারও পরিলক্ষিত হয় না। আজিও লাহোরে বীরকেশরী রণজিতের সমাধি স্তম্ভ দর্শন করিলে বিগত বীরত্ব-কাহিনী স্মৃতিপথে উদিত হইয়া মন বিস্ময় সাগরে ডুবিয়া যায়। যদিও কালের প্রভাবে রণজিতের নশ্বর দেহ মৃত্তিকায় বিলীন হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার কীর্ত্তি-কলাপ লোপ হইবার নহে। শ্মশান! তাহার দেহকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়াছ বটে কিন্তু বীর কেশরীর বীরত্ব-মহিমা কোন প্রকারেই লোপ করিতে পারিবে না। এক সময় কোটি কোটি লোক রণজিৎসিংহের বীরত্বের যশোগান করিয়া বেড়াইবে। কীর্ত্তিই তাঁহাকে এ নশ্বর সংসারে অবিনশ্বর করিয়া রাখিবে; জগতে কীর্ত্তি অক্ষয় ও অমর।

হামির।

যখন (১৩০৩ খৃষ্টাব্দে) আলাউদ্দিন চিতোর নগর আক্রমণ করেন তখন রাজপুতগণ 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্মভূমির মানরক্ষা করিবার জন্য স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য যবন সৈন্য নিপাতিত করিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হন এবং সেই সময়ে অরি সিংহ নামক মহাপরাক্রমশালী শৌর্য্যসম্পন্ন রাণা কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া স্বাধীনচেতার আত্মত্যাগের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। এই বীরবর অরি সিংহই হামিরের পিতা।

অরি সিংহ চন্দান বংশীয় একটি দীন রাজপুতের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি মৃগয়ার্থ গমন করিয়া ইহার রূপলাবণ্য ও বীরত্বে মোহিত হইয়া বিস্মিত হৃদয়ে পাণিগ্রহণের ইচ্ছা করেন। * এবং পরে ঐ রমণীকে বিবাহ করিয়া অনন্ত সুখ লাভ করেন।

এই দম্পতি হইতেই (১২৯১ খ্রীঃ) বীরবর হামির উৎপন্ন হন। আলাউদ্দিন পদ্মিনী লাভার্থ দিল্লী আক্রমণ করিলে রাজপুতগণ আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক সমর ক্ষেত্রে শায়িত হন। কেবল বংশরক্ষার নিমিত্ত পিণ্ডদানার্থ অজয় সিংহ মিবারের পশ্চিমপার্শ্বস্থিত বিস্তীর্ণ আরাবল্লী পর্ব্বত মালার উপত্যকা দেশে কৈলবারা নামক জনপদে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অজয়সিংহ ক্রমে জড়াগ্রস্ত হইতে লাগিলেন তবুও চিতোরোদ্ধার আশা হৃদয় হইতে একেবারে অন্তর্হিত করিতে পারিলেন না। তিনি এক এক-

---

* এই রমণী সামান্য কাঁটা দ্বারা একটী শূকরকে নিহত করায়, একটি চীল দ্বারা অরি সিংহের ঘোটকের পা ভাঙ্গায় এবং অরি সিংহের বন্ধু ঘোটক লইয়া ঐ রমণীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে তৎকর্তৃক কৌশলে ভূমিতে পাতিত হওয়ায় অরি সিংহ অত্যন্ত বিস্মিত ও রমণীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

বার চিতোরের কথা ভাবিয়া বিষাদে শোকে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। আবার আশার কুহকিনী মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া সুস্থতা অবলম্বন করিতেন।

কিছুদিন গত হইলে অজয়সিংহ অনেক অনুসন্ধান করিয়া হামিরকে তাহার মাতুলালয় হইতে স্বভবনে আনয়ন করেন। এবং স্বীয় অরি ভীল সর্দার মুঞ্জরের বিরুদ্ধে হামিরকে পাঠাইলেন। হামির প্রতিজ্ঞা করিলেন "যদি মুঞ্জরের মস্তক আনিতে পারি তবে দেশে ফিরিব নচেৎ এই—ই শেষ দেখা। এই বলিয়া বীরবর হামির রণোপযোগী অস্ত্র শস্ত্রে শোভিত হইয়া ভীল শত্রু দমনার্থ গমন করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই স্বীয় বীরত্বে মুঞ্জরের মস্তক ছেদন করিয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে কৈলবারায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অজয় সিংহকে বিনয় নম্র বচনে বলিলেন,—'তাত! আপনার শত্রুর মুণ্ড চিনিয়া লউন।' বীরবালক হামীরের বীরত্ব দর্শনে অজয়সিংহ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাহার গণ্ড দেশ চুম্বন করিয়া মুঞ্জরের মস্তকের রক্তদ্বারা রাজ পুণ্ড্র প্রদান করিলেন। ইহাতে অজয়সিংহের পুত্রদ্বয়ের রাজ্য প্রাপ্তির আশা চিরতরে অন্তর্হিত হইল এবং একপুত্র রাজ্যলাভ শোকে মানবলীলা সমাপ্ত করিলেন এবং অপরটী দক্ষিণাবর্ত্তে যাইয়া আপনার বংশ বিস্তার করিলেন। *

হাম্বির ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে মিরার রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। হামির রাজা হইলেন সত্য, কিন্তু তাহার রাজ্য নাই; ধন নাই, সহায় নাই, সম্বল নাই, মাত্র তিনি একাকী; যাহারা সহায় ছিল তাহারা কেহ গতরণে প্রাণত্যাগ করিয়াছে কেহ বা যবনের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। রাজত্ব গ্রহণ করিলে রাজপুত দিগের মধ্যে "টীকা ডোরা" নামে একটী বীরত্বানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল; সেই নিয়মানুসারে বীর চূড়ামণি হামির পিতৃব্যবৈরীর বলৈচার নামক রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহার "পশেলিও" দুর্গ অধিকার করিলেন। তাঁহার বীরত্ব দর্শনে সকলে স্তম্ভিত হইল, এবং

* এই বংশ হইতেই মহাত্মা শিবাজী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সকলের মনে চিতোরোদ্ধার করিবার আশা বলবতী হইয়া উঠিল। সকলেই ভাবিল,—"চিতোরাকাশ আর অধিক দিন অধীনতা তিমিরে আবৃত থাকিবে না।"

কিছু দিন পরে মহারাজ অজয়সিংহ পরলোক গত হইলেন। যথা-সময়ে তাহার শ্রাদ্ধাদি সম্পাদিত হইল। বীরবর হামির এই হইতে যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া প্রায় ষাটি বৎসর সময় একাদিক্রমে যুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন।

হামির রাজত্ব গ্রহণ করিয়া চিতোর উদ্ধারের চিন্তায় ব্যাপৃত হইলেন। তাহার হৃদয় চিতোরের পরাধীনতা দেখিয়া দুঃখে দ্বিধা বিভক্ত হইতে লাগিল, হামিরের সৈন্য অল্প, ইহাদের দেখিয়া যদি কেহ বলেন,—"হামির কি প্রকারে এই সামান্য মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া সাগরোত্তালতরঙ্গবৎ যবনের বহু অনিকিনীদিগকে পরাজিত করিবেন?" হামির গম্ভির চিত্তে তাহা-দিগকে এই উত্তর দিবেন যে,—"ক্ষত্রিয়ের সাহস-ই বল এবং তরবারিই একমাত্র সহায়, এই তরবারি হস্তে থাকিলে রাজপুত কাহাকেও ভয় করে না।

তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহার এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া যবনের বহু অনিকিনীর সঙ্গে কখনই জয়ী হইতে পারিবেন না। এই জন্য তিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম চিতোর ভূমিকে উদ্ধার করিবার মানসে একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন তাহাতে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হইল।

তিনি বৈরী সমুহের নিমিত্ত পরিখা বেষ্টিত নগর গুলি রাখিয়া তৎ-পার্শ্বস্থ লোকালয় সমূহ উৎসাদিত করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দ্দিকে প্রচার করিলেন যে, "যাহারা মহারাজ হামিরের অধীনতা স্বীকার করে এবং যাহারা প্রভু বলিয়া মানে তাহারা সত্বর সপরিবারে মিবারের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তস্থ শৈলাভ্যন্তরে আবাস স্থাপন করুক নতুবা তাহারা দেশ

শত্রু বলিয়া অত্যন্ত নিপীড়িত হইবে।” ঘোষণা প্রচারিত হইবা মাত্র লোক সকল দলে দলে মিবার ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতাকীর্ণ প্রদেশে নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিতে লাগিল, মিবার শ্মশানে পরিণত হইল। রাজ পথ জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইল। রাজপুতগণ তন্মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে স্বীয় বল প্রকাশ করতঃ যবন সৈন্য নিপাতিত করিতে লাগিল। মুসলমানগণ বহু চেষ্টায়ও তাহার কোন সন্ধান করিতে পারিল না। হামির কৈল বারায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পার্ব্বত্য কৈলবারা জনাকীর্ণ হইল, হামির তথায় “হামির তালাও” নামে একটী প্রসিদ্ধ সরোবর কাটাইয়া তাহার তীরে মিবারাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন।

যখন মিবার ভূমি এরূপ শোচনীয় দশায় শ্মশানে পরিণত হয়, সেই সময় তদানীন্তন চিতোর রক্ষক মালদেব, কি অভিপ্রায়ে (কে জানে?) আপনার প্রচণ্ড শত্রু হামিরের সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন তাহা কেহই প্রথমতঃ নিরূপণ করিতে পারিলেন না। মন্ত্রিগণ মনে নানা প্রকার সংশয়ের উদয় হইল, কিন্তু হামির নির্ভয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে সকলের নিষেধ বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন।

তিনি একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না যে, এই ভীষণ শত্রুতা সময়ে মালদেব কেন সম্বন্ধ সূচক নারিকেল * প্রেরণ করিলেন? তাহার বয়স্যগণ তাহাকে নিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হামির তাহাদের কথায় ভ্রূক্ষেপও না করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন “তোমরা কেন চিন্তিত হইতেছ? মালদেবের যেরূপ উদ্দেশ্য থাকুক না কেন তাহাতে আমার ক্ষতি কি, তজ্জন্য নারিকেল ফল রাখিব না কেন? মাল-দেবের মনে দুষ্টাভিপ্রায় থাকে থাকুক তাহাতে আমার ক্ষতি কি? এই

* এই নারিকেল রাজপুতদিগের বিবাহের সম্বন্ধ সূচক চিহ্ন।

সুযোগে, যে চিতোর আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, ও পিতৃপুরুষদিগের চরণাঙ্কিত সেই সোপান শ্রেণীতে বিচরণ করিতে পারিব ইহাই যথেষ্ট; কর্ত্তব্য পালনে যত ভীষণতর বিপদ উপস্থিত হউক না কেন রাজপুতের তাহা বক্ষপাতিয়া সহ্য করা একান্ত উচিৎ। যে রাজপুত সাহসে হৃদয় পূর্ণ করিয়া মূল মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করতঃ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, রাজলক্ষ্মী অবশ্যই তাহার অঙ্কশায়িনী হইয়া থাকেন। সকল কার্য্যেই যত্ন ও সাহস করিতে হইবে নতুবা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইবার নহে। আজ যে রাজপুত রণস্থলে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ও পরাজিত হইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন। কাল দেখিবে সাহসের বলে রাজ-মুকুট তাহার শিরে শোভা সম্পাদন করিতেছে।" হামিরের বীরত্ব দর্শনে সকলে স্তম্ভিত হইল, এবং কেহই তাহাকে এই বিষম সাহসিক কার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত করিতে সাহসী হইল না।

বিবাহের আয়োজন সমাপ্ত হইল; তরুণবীর হামির পঞ্চ শত অশ্বারোহী সৈন্য সহ পিতৃরাজ্যাভিমুখে গমন করিলেন। দূর হইতেই চিতোরের উন্নত দুর্গচূড়া দেখা যাইতে লাগিল, হামির চিতোর উদ্ধার করিবার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিলেন;—"হয় চিতোর উদ্ধার করিব, না হয় এই পবিত্র পিতৃরাজ্যের পদতলে পড়িয়া অনন্ত শয্যায় শয়ন করতঃ, আনন্দে স্বর্গপুরে পিতৃপুরুষের সহিত মিলিত হইয়া অনন্ত সুখে কালযাপন করিব।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারা চিতোরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। চৌহানের পঞ্চপুত্র আগমন করিয়া সমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন; কিন্তু হামির নগরের সিংহদ্বারে তোরণ * বা অন্য কোন বিবাহ সূচক চিহ্ন না দেখিয়া সন্দিহান হইলেন এবং ভাবিলেন "বুঝি তাহার বয়স্য দিগের ভাবী কথা যাথার্থ্যে পরিণত হয়।" কিন্তু ইহাতেও তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না।

* তোরণ রাজপুতদিগের বিবাহের প্রধান নিদর্শন ইহা একটী সমাবাহু ত্রিভুজ।

তিনি কিছুকাল পরে চিতোর দুর্গের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বীরাগ্রগণ্য পূর্ব্বপুরুষদিগের বিশালকীর্ত্তিস্তম্ভ দর্শনে তাঁহার মনে সুখ ও দুঃখ যুগপৎ উৎপাদিত হইল। তিনি দেখিতে দেখিতে প্রশস্ত সৌধশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তথায় মালদেব ও তৎপুত্র বনবীর এবং অন্যান্য সর্দ্দারবৃন্দ সসম্ভ্রমে হামিরকে গ্রহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে হামির বিবাহালয়ে নীত হইলেন কিন্তু সে স্থানেও বিবাহের কোন উদ্যোগ দেখিতে পাইলেন না। মালদেব অনতিবিলম্বে স্বীয় কন্যাকে আনিয়া তৎকরে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও পরিণয় সূচক কোনও কার্য্য সম্পাদিত হইল না কেবল বর কন্যার কাপড় গ্রন্থিত ও হস্তেহস্ত সংস্থাপিত হইল মাত্র। হামির মালদেবের কুল পুরোহিতের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "শান্ত হউন কালে সকলই জানিতে পারিবেন।" হামির এ সকল কথার কিছুই মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। ক্রমে তিনি বাসর ঘরে নীত হইলেন তথাপিও তাহার চিন্তার শেষ হইল না, তিনি সর্ব্বদাই অন্যমনা হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। নববধূ হামিরের ঈদৃশ ভাব দর্শনে তাহার চরণতলে পতিতা হইয়া বলিলেন "নাথ! হৃদয়েশ! এ দাসীর অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনি কেন এত বিষণ্ণ হইয়াছেন, তাহার কারণ আমি বুঝিতে পারিয়াছি এবং পিতাই বা কেন এত সঙ্গোপনে পরিণয় কার্য্য সমাহিত করিয়াছেন অনুমতি পাইলে শ্রীচরণে নিবেদন করিতে পারি।" হামির সেই বালিকার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দেখিলেন,—বালিকার মুখমণ্ডল সুনির্ম্মল সারল্যের আধার এবং জ্যোৎস্না

কারে কাষ্ঠে নির্ম্মিত। ইহার শীর্ষদেশ ময়ূর প্রতিবিম্ব সুশোভিত এবং এই তোরণ কন্যার আবাসস্থানের বহির্দ্বারে স্থাপিত থাকে। কন্যার সহচরীগণ এই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া বরকে আবির ও অন্যান্য রঞ্জিত চূর্ণ দিয়া বিবাহিত ব্যক্তির সহিত কৌতুক যুদ্ধ করেন এবং বর কর্ত্তৃক সেই তোরণ বিভাজিত হইলে রমণীগণ সেস্থান হইতে প্রস্থান করেন।

বিমণ্ডিত। ইহা দেখিয়া হামির তাহাকে সাদরে—সস্নেহে ভূমিতল হইতে উঠাইয়া স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করতঃ অভয়প্রদান করিয়া সেই গূঢ় বৃত্তান্ত প্রকটিত করিতে বলিলেন। রমণী পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিল "প্রাণেশ! বল্লভ! এ দাসী বিধবা কিন্তু, তাই বলিয়া এ দাসীকে ঘৃণা করিবেন না। অতি শৈশবে ভট্টিবংশীয় কোন রাজকুমারের সহিত আমার পরিণয় হয়; কিন্তু কোনও যুদ্ধে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এত শৈশবাবস্থায় বিবাহ হইয়াছিল যাহা আমার এখনও স্মরণ হইতেছে না। সেই অবধি আমি বিধবা অনাথিনী কিন্তু আজ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া আমার মনের দুঃখ দূর হইয়াছে—না জানি কপালে কি আছে?" বালিকার আর বাক্যস্ফুরণ হইল না, বালিকা প্রাণেশ্বরের হৃদয়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। হামির বালিকার সারল্য, সত্যপ্রিয়তা ও প্রগাঢ় অনুরাগ দর্শনে অশ্রুবারি মুছাইয়া অভয় প্রদান করিলেন এবং নিজেও অনেক পরিমাণে চিন্তা হইতে শান্তিলাভ করিলেন। সেকালে রাজপুতদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না, বিধবা বিবাহকে তদানীন্তন রাজপুতগণ অত্যন্ত ঘৃণ্য ও হেয়স্কর মনে করিতেন। আজ মালদেব তাহাকে অপমান করিল, কেবল তিনি প্রিয়তমার প্রতি চাহিয়া সে সকল অপমান সহ্য করিলেন। পতিপ্রাণা সরলা এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য স্বয়ং প্রাণপতিকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন, এবং মোহিত বংশীয় জলধর নামক জনৈক সর্দ্দারকে যৌতুক স্বরূপ প্রার্থনা করিতে বলিলেন। হামির তদনুসারে জলধরকে প্রার্থনা করিলে, মালদেব তাহাকে প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি একপক্ষ মধ্যে জলধরকে লইয়া সস্ত্রীক কৈলবারায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং চিতোর উদ্ধারের সুযোগের অনুসন্ধানে রহিলেন।

কিছু কাল গত হইলে মালদেবের দুহিতার গর্ভে হামিরের ঔরসে ক্ষেত্র সিংহ নামে একটী নবকুমার প্রসূত হইল। এই আনন্দোৎসবোপ-

লক্ষে মালদেব হামিরকে তাহার অধীনস্থ সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ অর্পণ করিলেন। ইতিমধ্যে একটী গণক গণনা করিয়া বলিল, "চিতোরের পুত্রক দেবতা ক্ষেত্রপাল দেবের আক্রোশ তোমার পুত্রের উপর পতিত হইয়াছে, অতএব তুমি শীঘ্র চিতোরে যাইয়া বাস কর।" হামির-বনিতা দুঃখের কথায়ও আনন্দ অনুভব করিলেন।" তিনি স্বামীর অভীষ্ট সিদ্ধির সহায়তা করিতে পারিবেন বলিয়া দেবরোষের বিষয় জানাইয়া মালদেবকে পত্র লিখিলেন। মালদেব শিবিকাসহ কতকগুলি সৈন্য পাঠাইয়া অনতি-বিলম্বে হামিরপত্নীকে স্বীয় ভবনে আনয়ন করিলেন। তিনি পিতৃভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাহার পিতা প্রধান প্রধান সামন্তগণসহ মাদেরিয়াস্থ মীরদিগকে দমন করিবার জন্য তদ্দেশে গমন করিয়াছেন। কাজেই হামিরের ভাগ্যলক্ষ্মী সদয়া হইলেন। তাহার চিতোরাধিকারের পথ প্রশস্ত হইল। হামির পত্নী জলধরের সহিত পরামর্শ করিয়া তদানীন্তন অবশিষ্ট চিতোরের সৈন্যগণকে বাধ্য করিয়া ফেলিলেন। এদিকে হামির দলবলে চিতোরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি বাগোর নামক স্থানে সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া অবিলম্বে চিতোরে উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় রণকৌশলে ও বীরত্বে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চিতোর অধিকার করিলেন। চিতোর অধিকৃত হওয়ার পর চিতোরস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই হামিরের অধীনতা স্বীকার করিল।

যথাসময় শত্রু দমন করিয়া মালদেব চিতোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; কিন্তু তাঁহার বিজয়োজনিত আনন্দ শীঘ্রই মরুভূমে পতিত হওয়াতে শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি চিতোরের দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে সৈন্যগণ ব্যঙ্গ বোধক পট্‌কা ছুড়িয়া মারিল। তিনি এ সকল ব্যাপার দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া নৈরাশ্যের বিষমাঘাতে ঘূর্ণিত হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ হামিরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, কাজেই

অনন্যোপায় হইয়া আলাউদ্দিনের বংশধর মোবারক খিলিজীর নিকট স্বীয় মনোবেদনা ও অবমাননার বিষয় বিবৃত করিলেন। হামির পিতৃপুরুষদিগের চরণাঙ্কিত সিংহাসনে উপবেশন করিয়া মহানন্দে চিতোরের অধিপতি হইলেন। হামির রাজা হওয়ায় সকলেই সুখী হইল; পার্ব্বত্য স্থানবাসী মনুষ্যগণ পুনরায় পার্ব্বত্য প্রদেশীয় বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া চিতোরে আসিয়া উপনীত হইল এবং শিশোদীয় কুলের প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারক হামিরকে ধন্যবাদ দিয়া মহোল্লাসে বাস করিতে লাগিল।

মিবারের সমস্ত লোক হামিরের বশীভূত হইয়া মালদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে কৃতসংকল্প করিয়া তাহার পতাকা মূলে আসিয়া জড় হইতে লাগিল। হামির ইহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। এদিকে মোবারক মালদেবের পরামর্শানুসারে স্বীয় প্রনষ্টাধিকার পুনরায় উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং অনতিবিলম্বে স্বীয় অনীকিনী সহ চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

মোবারকের সৈন্যগণ পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া যাইতে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল। অনেকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। যাহা হউক কিছুদিন পরে বহু অর্থ ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া তিনি সিঙ্গুলী নামক স্থানে স্কন্দাবার স্থাপন করিলেন! হামিরও এ সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া মোবারক রাজকে আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বৃক্ষগণ যেন ভীতি বিহ্বল চিত্তে নীরবে দাঁড়াইয়া যুদ্ধের শেষ সীমা পরিদর্শনার্থ সোৎসুক হৃদয়ে অবিচল হইয়া রহিল! অশ্বগণের হ্রেষারবে হস্তির বৃংহনে সমরভূমি ভীষণ নাদিত হইতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে রাজপুত বীরশ্রেষ্ঠ বীরবর শিশোদীয় কুলগৌরব হামিরের লোকোত্তর সাহসিকতা অদম্য বীরত্ব ও আশ্চর্য্য বল কৌশলে যবনগণ পরাজিত হইল, সৌভাগ্যলক্ষ্মী হামিরের অঙ্কশায়িনী হইলেন। হতভাগ্য মোবারক বন্দী ও চিতোর দুর্গে নীত হইলেন, এবং তিন মাস কাল অসহ্য কারাগারক্লেশ

ভোগ করিয়া আজমির, রিতম্বর নাগোর ও শুয়োপুর এবং পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ও একশত হস্তী স্বীয় বিনিময় স্বরূপ প্রদান করিয়া অব্যাহতি পাইলেন। হামির সদর্পে বলিলেন,—"আপনি দিল্লীর সম্রাট বলিয়া ভয়ে আপনাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল না। আপনার রাজ্য ভাবিয়া পরম পূজ্য চিতোর নগরীকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাহার এরূপ প্রতিফল পাইলেন। যদি সাধ থাকে পুনরায় চিতোর অধিকার করিতে আসিবেন, এ তীক্ষ্ণ অসি আপনাদের জন্য উন্মুক্ত অবস্থায়ই থাকিবে। আপনার ন্যায় বীরের রক্তপান করিবার জন্য হামিরের তরবারি সর্ব্বদা প্রস্তুত।"

মালদেবের সমস্ত আশা ভরসা আকাশ কুসুমবৎ আকাশে মিলাইয়া গেল। তদীয় জ্যেষ্ঠ তনয় বনবীর সিংহ হামিরের অধীনতা স্বীকার করিলেন। হামির তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া মর্য্যাদার সহিত জীবিকা নির্ব্বাহার্থ নিমচ, জিরণ, রতনপুর ও কৈরার প্রভৃতি কতিপয় স্থান প্রদান করিলেন। এবং বৃত্তি প্রদান-পত্রিকায় স্বাক্ষর করিবার সময় বনবীরকে বলিলেন, "বনবীর! এরাজ্য আমার পিতৃ পুরুষের এবং আমি তাহা পুনরায় গ্রহণ করিয়াছি এ ভূমিত আমারই। দেখিও ঈর্ষা বশতঃ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না; যে জন্মভূমির জন্য আমার পিতৃ পুরুষগণ অম্লান বদনে মিবার শৈল গাত্র পবিত্র রক্তে কর্দ্দমিত করিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন, আজ আমি সেই পিতৃ পুরুষদিগের অতি প্রিয়তম মিবার ভূমি সৌভাগ্য লক্ষ্মীর অনুগ্রহে প্রাপ্ত হইয়াছি।" বনবীর হামিরের কথার সারভাগ গ্রহণ করিলেন। তিনি মিবার রাজ্য বর্দ্ধিত করিতে কৃতসঙ্কল্প করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই ভীন সহর পুনরুদ্ধার করিলেন। হামিরের বীরত্বে চতুর্দ্দিক আলোড়িত হইল। মিবারস্থ সমস্ত রাজন্যবর্গ পরমানন্দে আপ্লুত হইয়া স্বেচ্ছা বশতঃ উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন এবং আবশ্যকমত সৈন্যাদি দ্বারা সহায়তা করিতে লাগিলেন।

হামির ক্রমে সার্ব্বভৌম নৃপতি হইয়া উঠিলেন। চতুর্দ্দিগস্থ রাজগণ তাঁহার আজ্ঞা-পালনে রত হইল। এবং যুদ্ধ সময়ে সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া হামিরের সাহায্য করিতে লাগিল।

যে দুর্দ্দিনে চিতোরের স্বাধীনতা হার তাতারগণ গলায় ধারণ করে সে দিন চিতোরের যে ভীষণ দশা উৎপন্ন হইয়াছিল, সে দিন যে চিতোর শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, আজ বীরবর হামিরের প্রতাপে পুনরায় তাহা সুশোভিত হইল। এবং এরূপ প্রাধান্য লাভ করিল যে এই প্রাধান্য বীরবর মোগলরত্ন বাবরের রাজত্ব পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজমান ছিল। বীরবর হামির বহুকাল প্রবল প্রতাপে প্রতাপান্বিত হইয়া মিবারভূমি শাসন করতঃ ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে মানব লীলা সাঙ্গ করিলেন।

হামির অতিশয় বীর, তেজস্বী বাহুবল প্রদীপ্ত শৌর্য্য সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি আজও মিবারবাসীগণের চিরস্মরণীয় মহাত্মাদিগের নামের সহিত উচ্চারিত হইতেছেন। কে বলে তিনি মরিয়াছেন ঐ দেখ কীর্ত্তি তাহাকে জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রতাপসিংহের শৌর্য্য

কুমার সেলিম, সাগরজির জাতিভ্রষ্ট পুত্র মহাবৎ খাঁ ও চির বিজয়ী মানসিংহ বহুল অনিকিনী সহ অস্ত্রাদিতে ভূষিত হইয়া প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। আজ প্রতাপের কিছুই নাই, সহায় নাই সম্পদ নাই সাধের চিতোরের দুর্গ নাই। প্রতাপসিংহ অসহায়, তবুও তিনি বিচলিত হইলেন না। তাহার দুর্দ্দম্য সাহস, মাত্র দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত ও পার্ব্বত্য ভীল এই তিনটীই প্রধান সম্বল, এই তিনের বলে প্রতাপ আজ বলীয়ান। তিনি উদয়পুরের নিকটবর্ত্তী হল্‌দিঘাট নামক একটি







রাণা প্রতাপ।

রণজিৎ সিংহ।

মানসিংহ।

[আর্য্য-কাহিনী

Lakshmibilas Press.

উত্তুঙ্গ পর্ব্বতে শিবির স্থাপন করিলেন। পর্ব্বতের নিম্নদেশে রাজপুত সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান, ভীলগণ মোগল সৈন্যকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য অসংখ্য শীলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি দণ্ডায়মান হইল। আজ রাজপুতদিগের মহোৎসবের দিন, এ উৎসবে মত্ত হইয়া রাজপুতগণ "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমির সন্মান রক্ষার্থ প্রাণ দিতে সমুদ্যত।

এদিগে মোগল বীর জাহাঙ্গীর, মাননিংহ ও মহাবৎ খাঁ, বিশাল সৈন্য সমভিব্যাহারে হলদিঘাটের পাদদেশে উপনীত হইলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজপুতগণ বীরকেশরী প্রতাপসিংহের উৎসাহ বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া ভীষণ শব্দে মোগল সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন।

ভীষণ সংগ্রাম চলিতে লাগিল; এক পক্ষে প্রতিশোধ বাসনায় ও অপর পক্ষ, স্বদেশ রক্ষার জন্য,—"প্রাণাদপি গরীয়সী" জন্মভূমির গৌরব অব্যাহত রাখিবার আশায় যুদ্ধ করিতেছে।

প্রতাপ চক্রবৎ সৈন্য শ্রেণীর মধ্যে ঘুরিতে লাগিলেন এবং মানসিংহকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মানসিংহ অনেক সৈন্যশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতাপ সে স্থানে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কিছু দূর হইতে জীমূতমন্দ্রের ন্যায় ঘোর শব্দে মানসিংহকে ক্ষত্র কুলাঙ্গার বলিয়া তিরস্কার করিলেন। মানসিংহ প্রতাপের কথা শুনিয়াও শুনিলেন না।

রাজপুত সেনা স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ক্ষুধিত সিংহের ন্যায় মোগলদিগকে আক্রমণ করিল। রাজপুত সৈন্য চিরপূজিত শিশোদিয় কুলের মান রক্ষা করিবার নিমিত্ত কোনও বাধা বিঘ্নের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সাগর তরঙ্গের ন্যায় আঘাত করিতে লাগিল। মোগল সৈন্যও রাজপুতদিগকে আক্রমণ করিল।

জাহাঙ্গীর যে স্থানে হস্তীতে আরোহিত ছিলেন প্রতাপ নিজ সৈন্য

সহকারে সেই দিকে ধাবমান হইলেন, এবং মোগল সেনাগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। প্রতাপ মোগল সৈন্যকে বিধ্বস্ত করতঃ সেলিমের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বর্শার দ্বারা এক ভীষণ আঘাত করিলেন। সেলিম লৌহবর্ম্মে আবৃত ছিলেন কাজেই বর্শার আঘাত তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল না; প্রতাপের 'চৈতক' নামক সুশিক্ষিত অশ্ব সেলিমের হস্তীর শুণ্ডে দুইপা দিয়া দণ্ডায়মান হইল; প্রতাপ এক আঘাতে মাহুতকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। হস্তী মাহুত বিহীন হইয়া উন্মত্ত ভাবে সেলিমকে লইয়া যুদ্ধস্থান পরিত্যাগ করিল। এদিকে মুসলমানগণ দলে দলে আসিয়া প্রতাপকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল;—উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পরের আঘাতে ঘোর আর্ত্তনাদ করতঃ বাত্যাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। প্রতাপ সাতটী আঘাত প্রাপ্ত হইলেন, তবুও চৈতন্য নাই,—রণে বীতস্পৃহা নাই! প্রতাপ তুমিই ধন্য!

প্রতাপ এ বিপদের সময়েও মস্তকে রাজছত্র রাখিয়াছিলেন। রাজ-ছত্র দেখিয়া মোগল সেনাদল প্রতাপকে আক্রমণ করিল। প্রতাপের সেনা প্রতাপকে রক্ষা করিবার জন্য মুসলমান সৈন্যের দিকে ধাবিত হইল, উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এরূপে প্রতাপ তিনবার মোগল সেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিন বারই রাজপুত সেনাগণ প্রাণ দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল।

প্রতাপ পুনরায় শত্রু সেনার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহার জ্ঞান নাই, চৈতন্য নাই, তিনি একজন মাত্র বিপক্ষীয় সৈন্য বধ করিয়াছেন, কিন্তু ক্ষণকালমধ্যে দশজন আসিয়া তাহার স্থান পূরণ করিয়া প্রতাপকে আক্রমণ করিতেছে, ক্রমেই প্রতাপসিংহের সৈন্য সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিল। মোগল সেনা প্রতাপকে বিশেষ রূপে আক্রমণ করিল; এবিপদে প্রতাপকে রক্ষা করে কে? প্রধান প্রধান সামন্তবর্গ সকলেই হত হইয়াছে, এ সময়ে সহায় হ'বে কে? প্রতাপ অজ্ঞান;

তিনি এ অবস্থায় দ্বিগুণিত বেগে ম্লেচ্ছসৈন্য আক্রমণ ও হত করিতে লাগিলেন।

এদিকে ঝালাপতি মান্না এই আকস্মিক বিপদ দেখিয়া ঝালাবংশীয় সৈন্য লইয়া মোগল সৈন্য মধ্যে গমন করিলেন। কাহার সাধ্য তাহার গতি রোধ করে? এবং প্রতাপ যথায় দণ্ডায়মান ছিলেন তথায় উপনীত হইয়া রাজছত্র নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন এবং মোগল সৈন্যদিগকে বিশেষ রূপে পীড়িত করিয়া, বীর মান্না (১৫৭৬খ্রীঃ) অনন্ত শয্যায় শয়ন করিলেন। মান্নার পতন দেখিয়া প্রতাপসিংহ বলিলেম, "মান্না! অদ্য আপন জীবন দান করিয়া আমার জীবন রক্ষা করিলেন।" মান্না ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন, "ঝালা-স্বামী রাজপুত-ধর্ম্ম জানে এবং বিপদের কালেও রাণাকে ত্যাগ করে না।"

দ্বাবিংশ সহস্র সৈন্য মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য হলদিঘাটে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অম্লান বদনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। মাত্র আট সহস্র সৈন্য যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাগত হইতে পারিয়াছিল। কাজেই প্রতাপকেও অনন্যোপায় হইয়া রণস্থল ত্যাগ করিতে হইল। এ দিবসের রণাভিনয় সমাপ্ত হইলে তিনি চৈতকারোহণে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইজন অশ্বারোহী মোগল সৈন্য ধাবমান হইল। প্রতাপের তেজস্বী অশ্ব "চৈতক" একলম্ফে একটী পার্ব্বতীয় নদী পার হইতে গৌণ হইল। চৈতক আহত, প্রতাপ আঘাত প্রাপ্ত। প্রতাপ তাঁহার পশ্চাতে অশ্বপদ ধ্বনি শুনিতে পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলেন এবার আর রক্ষা নাই। নিশ্চয় মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। মরিব বলিয়া ভীত হইলেন না। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন তাহার পূর্ব্ব শত্রু সহোদর শক্তসিংহ।

প্রতাপ রোষকষায়িত লোচনে বলিলেন, "তুই সংগ্রাম সিংহের পৌত্র হইয়া মোগলের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিস্! এক্ষণে ভ্রাতাকে বধ

করিতে প্রস্তুত! কুলাঙ্গার! প্রতাপসিংহ আজ সঙ্গের বংশকে নিষ্কলঙ্ক করিবে। শক্ত ইহাতে ভীত বা রুষ্ট হইলেন না ;—সম্মুখে আসিয়া বিনয় ও নম্র বচনে বলিলেন, "ভ্রাতার দোষ মার্জ্জনা করিয়া এ কুলাঙ্গারকে আপনার পার্শ্বে স্থান দান করুন্।" প্রতাপ দেখিলেন শক্তের পূর্ব্বভাব তিরোহিত হইয়াছে, আরও দেখিলেন তাহার চক্ষে জল আসিয়াছে, বহুদিনের শক্রতা অন্তর্হিত হইল ; দুই ভ্রাতায় সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবিত মোগল সেনাদ্বয় এখন কোথায় ?—শক্ত, ভ্রাতার মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে বর্ষার আঘাতে নিপাত করিয়া ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

দুই ভ্রাতায় আজ মহা আনন্দিত--সান্ধ্য সমীরণ ধীরে ধীরে বহিয়া উভয় ভ্রাতাকে শীতল ও আনন্দিত করিতে লাগিল ; কিছুক্ষণ পরে প্রতাপসিংহ বলিলেন। "ভাই! আজ প্রতাপের পরাজয় নহে সম্পূর্ণ জয়ের দিন, আজ যে ধন পাইলাম পরাজয় তার কাছে অতি হেয়, অতি তুচ্ছ, এখন আমরা চিরকাল এভাবে থাকিলে দুই ভ্রাতায় স্বদেশ রক্ষা করিতে পারিব। "পথিমধ্যে 'চৈতকের' প্রাণ বিয়োগ হইয়াছিল, প্রতাপ সেই স্থানে একটী মন্দির প্রস্তুত করিয়া তাহার নাম "চৈতককাচবুতর" রাখেন।

এদিকে কমল মীর দুর্গ মোগলের করায়ত্ত হইল, মানসিংহ ধুম্পাতি ও গোগুণ্ডা দুর্গ অধিকার করিলেন। মুসলমান সৈনিকগণ প্রতাপের অনুসরণ করিতে লাগিল। প্রতাপ ক্রমে নানা পার্ব্বত্য দেশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। প্রতাপের এই আত্ম ত্যাগে শত্রুর হৃদয়ও আর্দ্র হইয়াছিল। এমন কি দিল্লীর প্রধান কর্ম্মচারী প্রতাপের দেশ হিতৈষণায় মোহিত হইয়া নিম্নলিখিত রূপে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

"ধন, জন, যৌবন যত কিছু বল, জগতে ইহার কিছুই স্থায়ী নহে, আজ যে, ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া, ধরাকে সরার ন্যায় জ্ঞান করিতেছে,

কে বলিতে পারে কাল সে দীন বেশে অরণ্যে বিচরণ করিবে না? কিন্তু কীর্ত্তিই কেবল জগতীতলে চিরস্থায়ী থাকে। আজ তুমি যে কীর্ত্তি রাখিয়া মরিলে, দুই শতকি দুই সহস্র বৎসর পরেও তোমার প্রেতাত্মাকে কীর্ত্তি জীবিত রাখিবে। প্রতাপ তুমিই ধন্য! তোমার কীর্ত্তিকলাপও ধন্য!! তুমি বহু কষ্ট সহ্য করিয়াও জাতি ও মান বিক্রয় কর নাই। বার বার মোগল দ্বারা ক্ষতি সহ্য করিয়াও তাহার অধীনতা স্বীকার কর নাই।—ধন্য তুমি, ধন্য তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি।" এইরূপ প্রতাপ শত্রুর নিকটও প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন।

প্রতাপ কোন সময় এরূপ কষ্টে পতিত হন, যে তাহার স্ত্রী ও পুত্র-বধূ "মল" নামক ঘাষের বীজ দ্বারা রুটী প্রস্তুত করিয়া তাহা আহার করতঃ জীবন ধারণ করিতেন। একদা প্রতাপের একটি শিশু কন্যা এই রুটী খাইতে ছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ একটী বন্য বিড়ালে রুটীখানা কাড়িয়া লইয়া যাওয়াতে বালিকাটি ক্রন্দন করিতে থাকে,প্রতাপ সে ক্রন্দন শ্রবণে এতদূর দুঃখিত হইলেন যে, তিনি আকবরের নিকট পত্র লিখিয়া আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় জানাইলেন।" এই সংবাদে আকবর তাহার দেশমধ্যে মহোল্লাসের অনুষ্ঠান করিলেন। বিকানীরের অধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বিরাজ স্বদেশহিতৈষী ছিলেন, তিনি এসংবাদ শ্রবণে অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া প্রতাপকে নিম্নলিখিত রূপে একখানা পত্র লিখিলেন।

"মহারাণা প্রতাপ! হিন্দুদিগের গৌরব, আশা ও ভরসা সমস্তই হিন্দুদিগের উপর ন্যস্ত আছে; রাণা জানিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন। সর্দ্দার গণের সেই বীরত্ব নাই, রমণীগণের সেই সতীত্ব গৌরব নাই, আমাদের জাতীয় বাজারে আকবর একজন ক্রেতা। তিনি সকলকেই ক্রয় করিয়াছেন—কেবল উদয়ের তনয় প্রতাপকে ক্রয় করিতে পারেন নাই। সকলেই হতাশাস হইয়া নরোজার* বাজারে আপনাদের

অপমান সহ্য করিয়াছেন।—কেবল হামিরের বংশধরকে আজ পর্য্যন্ত সে অপমান সহ্য করিতে হয় নাই। জগৎ জিজ্ঞাসা করিতেছে নির্ধন প্রতাপের সহায় কোথায়? রাজপুতের পুরুষত্ব ও তরবারিই প্রধান সহায়। তিনি সাহস, বল এই সমস্ত অবলম্বনের বলেই স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছেন। বাজারে এই ক্রেতা চিরকাল জীবিত থাকিবে না,—এক-দিন অবশ্যই ইহলোক হইতে অপসৃত হইবে। তখন আমাদের সকলেই জাতির জন্য প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইবে, যাহাতে জাতি রক্ষা হয় তাহার জন্য সকলেই প্রতাপের মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন।"

পৃথ্বীরাজের এই উৎসাহ পূর্ণ পত্রে প্রতাপ দ্বিগুণিত বল প্রাপ্ত হইলেন, ইহা প্রতাপের নৈরাশ্য হৃদয়ে আশার জ্যোতি প্রদান করিল, এবং তিনি পুনরায় স্বদেশে স্বাধীনতা সূর্য্য উদয় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। প্রতাপ আকবরের নিকটে অধীনতা স্বীকারের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এই সময়ে দুরন্ত বর্ষা উপস্থিত হইল। প্রতাপ আর পার্ব্বত্য প্রদেশে থাকিতে পারিলেন না,—অগত্যা তিনি মিবার ভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক মরুভূমি অতিবাহন করিয়া সিন্ধু নদীর তটে যাইতে সংকল্প করিলেন এবং কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুতের সহিত আরা-বলী পর্ব্বত হইতে উপত্যকা ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন এই সময় তাহার একটী বিশ্বস্ত মন্ত্রী "ভামাসাহ" তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত সম্পত্তি আনিয়া প্রতাপের নিকট উপস্থিত করিলেন। ভামাসাহের এত সম্পত্তি ছিল যে, তাহার দ্বারা পঁচিশ হাজার নৈনিক পুরুষের শতবৎসরের ব্যয় অনায়াসে নির্ব্বাহ হইতে পারিত।

প্রতাপ পুনরায় স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, এবং সর্ব্ব সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" হয় স্বাধীনতা রক্ষা করিব, নয় রণক্ষেত্রে অরাতি নিধন করতঃ প্রাণত্যাগ করিব।" অবিলম্বে সৈনিক সকল একত্রিত হইল। এবং প্রতাপ সৈন্য সমভি-

ব্যাহারে আরাবলী পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন। মোগল সেনাপতি সসৈন্যে সেরিচ নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, প্রতাপ প্রবল বেগে মোগলদিগকে আক্রমণ করিলেন। দেবীরের যুদ্ধে প্রতাপের জয়-লাভ হইল। সাহাবাজ খাঁ সসৈন্যে নিহত হইলেন। ক্রমে কমলমীর ও উদয়পুর প্রতাপের হস্তগত হইল। চিতোর ও আজমীর ব্যতীত সমস্ত মিবার প্রদেশ প্রতাপের পদানত হইয়া উঠিল। আকবর প্রতাপের বিজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন। আকবর দশবৎসর বহু অর্থ ও সৈন্য ব্যয় করিয়া মিবারের যে বিজয় লক্ষ্মী অধিকার করিয়াছিলেন প্রতাপ দেবীরের যুদ্ধে জয়ী হইয়া সে সমস্ত অধিকার করিলেন এবং উদয়-পুরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন। ধন্য প্রতাপ! ধন্য তোমার বীরত্ব!! ধন্য তোমার স্বদেশ হিতৈষীতা!!! ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা !!!!

ইহার পর দিল্লীরাজ আর মিবার আক্রমণ করিলেন না, প্রতাপ নিশ্চিন্তমনে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ চিতোর উদ্ধার করিতে না পারিয়া মনোবেদনায় অধীর হইলেন। এইরূপ অন্তর্দাহে অল্পকাল পরেই তাঁহার অন্তিমকাল আসিয়া উপনীত হইল এবং পেশোলা নদী তীরে একটী ক্ষুদ্র কুটীরে তাঁহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রতাপের বদন হইতে বিকৃত রব বাহির হইতে লাগিল। প্রতাপ পুত্রের বিলাসিতায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। প্রতাপের কষ্ট দেখিয়া একজন সামন্ত কহিল, "মহারাজের এত কষ্ট হইতেছে কেন ?" প্রতাপ উত্তর করিলেন, "যাহাতে জন্মভূমি তুর্কির হস্তগত না হয় তদ্বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুত জানিবার জন্য এখনও প্রাণ বাহির হইতেছে না।"

পরে বলিলেন—"হয়ত এই কুটীর প্রসাদে পরিণত হইবে, মিবারের স্বাধীনতার জন্য যত চেষ্টা করিয়াছি তাহা হয়ত—এই কুটীর সঙ্গেই

বিলীন হইবে।” সর্দ্দারগণ শপথ করিয়া বলিলেন, “যে পর্য্যন্ত মিবার স্বাধীন না হইবে ততদিন কোন হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইবে না”। প্রতাপ সর্দ্দারগণের বাক্যে আনন্দিত হইলেন, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় তাঁহার মুখ মণ্ডল প্রদীপ্ত হইল, তিনি ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন।

যদিচ হিমালয়ের অভ্রভেদী চূড়া চূর্ণ হইয়া যায়, যদিচ ও প্রশান্ত ভারত মহাসাগরের বারি রাশি এককালে শুষ্ক হইয়া যায় তাহা হইলেও প্রতাপের এই মানবাতীত কীর্ত্তি লোপ হইবে না। ধন্য প্রতাপ! ধন্য তোমার স্বদেশ বৎসলতা! তুমি মৃত্যুকালেও স্বদেশের জন্য কাঁদিয়াছ!



ছত্রপতি শিবজী

ছত্রপতি শিবজী

শিবজী ১৬২৭ খৃঃ জিজিবাই নাম্নী জনৈক মহারাষ্ট্র রমণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম সাহজী। যখন শিবজী তিন বৎসর বয়স্ক তখন সাহজী টুকাবাই নাম্নী আর একটী রমণীর পাণি গ্রহণ করেন। সুতরাং জিজিবাইকে দাদাজী নামক জনৈক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদান করিয়া স্বয়ং কর্ণাটাভিমুখে প্রস্থান করেন। দাদাজী পুনানগরে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে জিজিবাই ও শিবজীকে বাস করিতে আদেশ করিলেন। বাল্যাবধি শিবজী দাদাজীর অধীনে থাকিয়াই শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। শিবজী লেখা পড়ায় পারগ ছিলেন না কিন্তু তিনি ধনুর্ব্বান, বর্শা, অশ্ব চালনা প্রভৃতি বিষয়ে অতিশয় সুনিপুণ হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে ইনিই বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে শিবজী তেজীয়ান দৃঢ়কায় ও বলবান হইয়া উঠিলেন। তিনি যে সর্ব্বদাই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষায় অতিবাহিত করিতেন এমত নহে। বীর কাহিনী শ্রবণ করিতে তাহার বড়ই অনুরাগ ছিল। অবসর মত রামায়ণ, মহাভারতের অনন্ত বীরত্বের কথা শ্রবণ করিতেন। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যবীরদিগের জীবনী শ্রবণেও তদনুরূপ অনুকরণের বাসনা তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল, এবং মুসলমানদিগের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মিল। তিনি সর্ব্বদাই এইরূপ বলিতেন, "আমি মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া স্বাধীন রাজা হইব"। বস্তুতঃ ইহার বাক্য নিষ্ফল হয় নাই।

মহারাষ্ট্রে বিজয়পুর রাজের অধিকৃত কতকগুলি গিরি দুর্গ নির্ম্মিত ছিল, কিন্তু অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া তথায় অধিক সৈন্য থাকিত না। শিবজী ছলে কৌশলে তাহার অধিকাংশ নিজ হস্তগত করিলেন এবং ১৬৪৮ খ্রীঃ শিবজীর কর্ম্মচারী আবাজী স্বর্ণ দেব কঙ্কনের উত্তরখণ্ড আত্ম-

সাৎ করিয়া ফেলেন। তখন বিজয়পুরাধিপতি সুলতান ক্রোধে অধীর হইয়া শিবজীর পিতাকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন "যদি অমুক দিনের মধ্যে তোমার পুত্র অধীনতা স্বীকার না করে তবে জীবদ্দশায়ই তোমাকে সমাহিত করিব।"

পিতার বিপদ বার্ত্তা শ্রবণে শিবজী মহা চিন্তার মধ্যে পড়িলেন, কিন্তু সুবোধ ব্যক্তি কখনও বিপদে কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায় না। তিনি বুঝিয়াছিলেন বশ্যতা স্বীকার করাই শঠশত্রুকে প্রসন্ন করিবার উৎকৃষ্ট উপায়। তাই ভয় প্রদর্শন না করিয়া সাজাহানের শরণাপন্ন হইলেন। এবং তাহার অনুগ্রহে পিতার কারামোচন সম্পন্ন করিলেন, শিবজীর পিতা কারাগার হইতে মুক্ত হইলেন বটে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইতে পারিলেন না, চারি বৎসরের জন্য তাহাকে বিজয়পুর অধিপতির নজরবন্দী রূপে থাকিতে হইল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে শিবজীর কোনরূপ অত্যাচার পরিলক্ষিত হইল না। তাই বিজয়পুর অধিপতি ১৬৫৩ খৃঃ শিবজীর পিতাকে বিনির্মুক্ত করিলেন। সাহজী কারাগার হইতে মুক্ত হইলে শিবজী পুনরায় আপন আধিপত্য বিস্তারের মনন করিলেন। যখন আরঙ্গজেব পিতাকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং ময়ুরাসনে আরোহণ করেন তখন শিবজীর সহিত বিজয়পুর রাজের সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সময় শিবজী পুনার নিকট কঙ্কন প্রদেশের অধিকাংশ স্থানের অধিশ্বর হইয়াছিলেন। শিবজীর সাত হাজার অশ্বারোহী ও পঞ্চাশ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল।

১৬৬২ খৃঃ যখন দিল্লীপতির অধিকার লুণ্ঠন করিতে প্রয়াস পান, সেই সময় দক্ষিনাপথে সায়েস্তা খাঁ শাসন কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি শিবজীকে পরাভব করিয়া পুনা অধিকার করেন এবং শিবজী বাল্যকালে যথায় বসতি করিতেন সায়েস্তা খাঁ সেই ভবন অধিকার করতঃ তথায় বসতি করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শিবজী সিংহগড় নামক দুর্গে

আশ্রয় লইলেন। সায়েস্তা খাঁ শিবজীর অপূর্ব্ব কৌশলের কথা জানিতেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। “তাহার অনুমতি ব্যতীত কোন সশস্ত্র মহারাষ্ট্রীয় পুনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না”, এ আদেশ ছিল। কিন্তু এ আদেশে কোন ফল দর্শিল না। সুচতুর শিবজীর অপূর্ব্ব কৌশলে তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল।

একদা রজনী ঘোর তিমির বসন পরিধান করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছে। সাড়া শব্দটুকু নাই,—পথ ঘাটে লোক নাই,—বাড়ী বাড়ী কোলাহল নাই,—ঘরে ঘরে আর প্রজ্জ্বলিত দীপ নাই—ধরা নীরব—নিস্তব্ধ।

এই সময় একদল বিবাহ যাত্রী নিশিথিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ধীরে ধীরে পুনার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। সাহসী শিবাজী মাত্র পঞ্চবিংশতি জন সহচর সমভিব্যাহারে বরযাত্রীর সঙ্গে মিশিয়া পুনায় প্রবেশ করিলেন এবং বরাবর যাইয়া আপন বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সায়েস্তা খাঁ নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন সুতরাং বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ জন্য কোন সুযোগ পান নাই। তাহার পরিবারস্থিত কয়েকটী স্ত্রীলোক এই আকস্মিক বিপদবার্ত্তার সংবাদ পাইয়া সায়েস্তা খাঁকে জাগাইয়া ছিল। সায়েস্তাখাঁ শয়নাগারের বাতায়ন দ্বারা পলায়ন করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু বিপক্ষীয় কতিপয় ব্যক্তির তরবারির আঘাতে তাহার একটী অঙ্গুলী ছিন্ন হইয়া গেল, যাহাহউক তিনি কোনরূপে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার পুত্র ও অনুচরবর্গ সকলে নিহত হইল। শিবজী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সমারোহের সহিত পুনরায় সিংহগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এইরূপে বহুকাল অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজও

শিবজীর বীরত্বকাহিনী বিলুপ্ত হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয়গণ আজও আনন্দে শিবজীর এই বীরত্বকাহিনী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

শিবজীর মনে বিশ্বাস ছিল মহারাষ্ট্রীয়েরা অশ্বারোহী সেনার কার্য্যে বিলক্ষণ পটু, সুতরাং তিনি কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আরঙ্গজেবের অধিকৃত সুরাট নগর লুণ্ঠন করতঃ সিংহগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরে জল পথেও আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে মনন করিলেন, বিপক্ষীয় যে সমস্ত রণতরি ছিল তাহার অধিকাংশ অধিকৃত হইল। একদা তিনি কতকগুলি সৈন্যের সহিত রণতরি আরোহণে যাইয়া বিজয়পুরপতির অধিকৃত কানাড়া দেশের অন্তর্গত বহু সমৃদ্ধি সম্পন্ন কতিপয় নগর লুট করিলেন।

মক্কা গমনার্থী যাত্রীগণ সুরাটের বন্দরে আসিয়া জাহাজে আরোহণ করিত। এজন্য সুরাট মুসলমানদিগের একটী পবিত্র স্থান মধ্যে পরিগণিত ছিল। শিবজী সুরাট লুণ্ঠন ও যাত্রীপূর্ণ কয়েকখানি জাহাজ আত্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। এবং নিজের স্বাধীনতা প্রকাশের জন্য তিনি স্বনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন; এ সংবাদ শ্রবণে আরঙ্গজেবের অন্তরে দারুণ ক্রোধ ও জিঘাংসার উদয় হইল। তিনি শিবজীকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে জয়সিংহ ও দলিপ খাঁ নামক সেনাপতিদ্বয়ের অধীনে কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিলেন কিন্তু সুচতুর শিবজী ইহাদের সহিত সম্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এবং অবশেষে অত্যল্প সেনা সঙ্গে করিয়া জয়সিংহের শিবিরে উপনীত হইলেন। জয়সিংহ শিবজীকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিলেন। সন্ধির নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া অনুমোদনের জন্য সম্রাট সকাশে প্রেরিত হইল। সম্রাটও নিয়ম সকল গ্রাহ্য করিয়া পাঠাইলেন। তদনন্তর শিবজী মোগলের পক্ষ হইয়া তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিলেন। পরবৎসর সম্রাট কর্ত্তৃক নানা প্রলোভনে

মোহিত হইয়া শিবজী আপন পুত্র, পাঁচশত অশ্বারোহী ও সহস্র মাওয়ালী সৈন্যের সমভিব্যাহারে দিল্লীতে উপনীত হন।

সম্রাট তাঁহাকে যথোপযুক্তরূপ সম্মান না করিয়া অহঙ্কার প্রকাশপূর্ব্বক উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া তদীয় গর্ব্ব চূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইলেন। শিবজী সম্রাট গৃহে সমাগত হইলে তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারীর আসন প্রদত্ত হইল; ইহাতে তিনি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া তৎস্থান ত্যাগ করিলেন কিন্তু দিল্লী ত্যাগ করিয়া যাইতে সমর্থ হইলেন না। সম্রাট তাঁহার বাস গৃহে একজন রক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ইহাতে শিবজী মহাচিন্তার মধ্যে পড়িলেন;—তিনি কিরূপে দিল্লী হইতে প্রস্থান করিবেন তাহারই উপযুক্ত অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সুচতুর মহারাষ্ট্র পতি শিবজী সম্রাটের নিকট বলিলেন, "দিল্লীর জল বায়ু আমার সমভিব্যাহারী সৈন্যগণের সহ্য হয় না অতএব প্রার্থনা তাহাদিগকে স্বদেশে প্রেরণ করি।" সম্রাট মনে মনে ভাবিলেন,—সৈন্যগণ চলিয়া গেলে শিবজী সহায় বিহীন, সুতরাং সহজেই আয়ত্ত হইবেন, এই ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন। সৈন্যগণ চলিয়া গেল। শিবজী পীড়ার ভান করিয়া শয্যায় শায়িত রহিলেন। তদন্তর পীড়ার উপশম হইয়াছে এই ঘোষণা করিয়া তিনি বৃহৎ বৃহৎ ঝুড়ি পূর্ণ মিষ্টান্ন ফকির, দরিদ্র ও সন্ন্যাসীদিগকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাহার গৃহ হইতে মিঠাই পূর্ণ অনেক ঝুড়ি বাহির হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি নিজ ভৃত্যকে শয্যায় শয়ান রাখিয়া নিজে এক ঝুড়ির মধ্যে আরূঢ় হইয়া অপর একটায় পুত্রকে আরোহণ করাইয়া বাহির হইয়া গেলেন। প্রহরীগণ মনে করিল মিষ্টান্ন যাইতেছে সুতরাং তাহারা আর দৃক্‌পাত করিল না।

অনতি দূরে এক অশ্ব প্রস্তুত ছিল, শিবজী তাহাতে আরোহন করিয়া পুত্রকে পশ্চাৎভাগে উপবেশন করাইয়া মথুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তথায় তাহার এক বন্ধু ছিল তাহার নিকট পুত্র শম্ভুজীকে রাখিয়া, নিজে সন্ন্যাসী বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণা পথে উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ও বিজয়পুরপতির সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, পাছে শিবজী বিজয়পুররাজের সহিত যোগদান করেন এই ভয়ে সম্রাট তাঁহাকে হস্তগত করিবার প্রয়াসী হইলেন। এবং এক জায়গীর প্রদান করতঃ শিবজীর রাজা উপাধি দৃঢ়তর করিলেন। ইহার পর শিবজী গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুরের রাজাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তাহাতে তাহারা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বার্ষিক কর প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন।

কিছুকালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত থাকিল। শিবজী নিজ রাজ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য প্রয়াস পাইলেন। এবং রাজ্যের সুশাসন জন্য আইন প্রস্তুত করিতে ব্যাপৃত হইলেন। তদ্দ্বারা কৃষকগণের উপর দৌরাত্ম্য, সরকারের প্রতি প্রবঞ্চনা, কিছুই লক্ষিত না হয় ইহা নির্দ্ধারিত হইল। এবং সেনাদিগকে রাজকোষ হইতে বেতন প্রদত্ত হইবে, যাহা লুণ্ঠন করিয়া পাওয়া যাইবে তাহাতে তাহাদের কোন সত্ত্ব থাকিবে না। তাহাদিগকে মাত্র পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। এবং সৈনিকগণ হাবিলদার, মজুমদার সুবাদার প্রভৃতি পদে বিভক্ত হইবেন। যিনি যত সৈন্যের অধিনায়ক হইবেন তিনিই তদনুরূপ নাম প্রাপ্ত হইবেন। কোন সৈনিক মুসলমানগণের ন্যায় জায়গীর প্রাপ্ত হইবেন না ইহাও নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

আরঙ্গজেব পুনর্ব্বার সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া শিবজীকে হস্তগত করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন। কিন্তু শিবজী নির্ব্বোধ ছিলেন না, তিনি সম্রাটের কৌশল জালে জড়িত হইলেন না—প্রলোভন বাক্যে মোহিত হইলেন না—কেবল পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণা পথে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। সুতরাং সম্রাটকে বাধ্য হইয়া প্রকাশ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে

হইল। তাহাতে শিবজী ভীত হইলেন না—তাঁহার একটি কেশও কম্পিত হইল না। আত্ম মর্য্যাদার অপমান করিয়া মোগলের আনুগত্য স্বীকার করিলেন না। তিনি বীরের ন্যায় আপন সম্মান অক্ষত রাখিবার জন্য যত্নশীল হইলেন। অচিরেই মোগলের কয়েকটী দুর্গ হস্তগত করিয়া পনর সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে পুনরায় সুরাট নগরে উপস্থিত হন। তিন দিবস পর্য্যন্ত নগর লুণ্ঠন করিলেন, কিন্তু কেহই সাহসী হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সক্ষম হইল না। সুতরাং মহারাষ্ট্রপতি অবাধেই সুরাটের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শিবজী যখন সুরাট নগর জয় করিয়া প্রতিগমন করিতেছিলেন তখন দায়ুদ খাঁ পাঁচ হাজার মোগল সেনা লইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু শিবজীর কিছুই অনিষ্ট করিতে পারিলেন না বরং নিজেই পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে শিবজীর আধিপত্য বদ্ধমূল হইতে দেখিয়া আরঙ্গজেব মহাচিন্তিত হইলেন এবং শিবজীর বিরুদ্ধে চল্লিশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন; শিবজীও এ বিষয়ে ঔদাসীন্য ছিলেন না, তিনিও তদীয় সেনাপতিকে যুদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ইহাই মোগল-সম্রাটের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ। ইহাতে অনেক সৈন্য নিধন হয় এবং মোগলেরা সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করে।

১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুন মহারাজ শিবজী রায়গড়ে রাজ চক্রবর্ত্তীর সম্মানিত পদে আরূঢ় হন। বহু শাস্ত্রদর্শী বিচক্ষণ মনীষা সম্পন্ন পণ্ডিত গঙ্গাভট্ট যথাশাস্ত্র বিধানে শিবজীকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন।

শিবজী রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। নর্ম্মদা হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতবর্ষে তাঁহার শাসন দণ্ড বিস্তৃত হয়। মহাবীর শিবজী অনেক দেশ জয় করিয়া আত্ম প্রাধান্য স্থাপনপূর্ব্বক ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল ৫৩ বৎসর বয়সে জ্বর রোগে ইহকালের জন্য সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আর্য্য-কাহিনী প্রকাশক

প্রতিভাবান শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর প্রণীত

গ্রন্থাবলী

বঙ্গসাহিত্যে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; তাঁহার পুস্তকাবলী ধর্ম্মভাবপূর্ণ, সুন্দর কল্পনা প্রসূত, আবেগময়ী ভাষার ঝঙ্কার হৃদয়ানন্দ-দায়ক; কি রচনা নৈপুণ্যে, কি চরিত্র-চিত্রে, কি ভাব-মাধুর্য্যে, কি ভাষার লালিত্যে বঙ্কু বাবুর গ্রন্থনিচয় সর্ব্বতোভাবে নূতন ও চিত্তাকর্ষক।

তাঁহার লেখনী নিঃসৃত গার্হস্থ্য উপন্যাস

শিক্ষিত সমাজে ও সমস্ত প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রসংশিত

কাকী-মা (সচিত্র)

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

পাঠ করুন। যদি কোনও অর্জ্জনশীল যুবক সংসারের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইবার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, যদি কোনও হিন্দু-গৃহস্থ কুললক্ষ্মী স্বামীর অর্থ সঞ্চয়ের জন্য তাঁহাকে এই ঠাঁই ঠাঁই হইতে পোষকতা করিবার বাসনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে একবার কাকী-মা পাঠ করুন; দেখিবেন ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয়। ইহার নায়ক নায়িকার চরিত্র সৃষ্টি সম্পূর্ণ নূতন। পরোপকারী ম্যরে সাহেব, অফিষ মাষ্টার মিঃ টমসন, ভ্রাতৃদ্রোহী জ্যেষ্ঠ সহোদর গোপাল, ধর্ম্মপ্রাণ কনিষ্ঠ গোবিন্দ, আদর্শ-বন্ধু পুলিশ ইনস্পেক্টর শরচ্চন্দ্র, বড় বৌ মোহিনী, সরোজিনীর আত্মোৎসর্গ ও রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় প্রভাবশালিনী পতি-কাঙ্গালিনী কাকী-মা (কমলার) চরিত্রপাঠে বুঝিবার অনেক বিষয় আছে। ইহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই পাঠ্য। সুন্দর হাফ্‌টোন চিত্রাবলী শোভিত, ছাপা, কাগজ উৎকৃষ্ট, মূল্য—কাপড়ে বাঁধা, সোণার জলে নাম লেখা এক টাকা মাত্র। বোর্ডে বাঁধা, রূপার জলে নাম লেখা, ৸৹ আনা।

[পর পৃষ্ঠা দেখুন।]

[পর পৃষ্ঠা দেখুন।]